Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা আলম

রোলঃ ২১৬০২১৬৬১

২০ জুন,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শামীমা আলম

রোলঃ ২১৬০২১৬৬১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শামীমা আলম, আইডিঃ ২১৬০২১৬৬১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "**পিতা মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য**" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের **জিল্লুর রহমান** উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ ২০ ই জুন,২০২৪ ইং

আইডিঃ **২১৬০২১৬৬১**

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা

পিতা-মাতা সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষক, অভিভাবক এবং পথপ্রদর্শক। সন্তানের জন্ম থেকে শুরু করে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে পিতা-মাতা অপরিসীম ত্যাগ ও পরিশ্রম করেন। তাই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য কেবল একটি সামাজিক বা নৈতিক বিষয় নয়, বরং এটি ধর্মীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা অত্যন্ত উচ্চ, এবং তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়।

কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "**তোমার প্রভু আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিও না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানসূচক কথা বলো**" (সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩)।
একটি হাদিসে নবী করিম (সা.) বলেছেন, "**সন্তানের জান্নাত পিতা-মাতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত**" (তিরমিজি)।

এই থিসিসে, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিশদভাবে আলোচনা করা হবে। প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় গ্রন্থ এবং হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা এবং সন্তানের করণীয় বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। অতঃপর সামাজিক এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্বগুলি বিশ্লেষণ করা হবে। আশা করা যায়, এই গবেষণা পিতা-মাতা ও সন্তানের সম্পর্কের গুরুত্ব এবং এই সম্পর্কের সঠিক রূপায়ণে ইসলামি শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে গভীর অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করবে।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা

ইসলামী শরী'আতে পিতা-মাতাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাঁর প্রতি ঈমান আনার পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করার আদেশ দিয়েছেন। শরী'আতের সীমা লঙ্ঘন না করে তাদের আদেশ-নিষেধ পালন করারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সুরা বনী ইসরাইলে এরশাদ করেন,

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْماً- وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً-

'আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারু উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ কর না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল। আর তাদের প্রতি মমতাবশে নম্রতার বাহু অবনমিত কর এবং বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' *(আয়াত ২৩-২৪)*।

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' *(লোকমান ৩১/১৪)*। এখানেও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

অন্যত্র তিনি সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে পিতা-মাতা যে অপরিসীম কষ্টভোগ করে থাকেন তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَّوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَّحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُوْنَ شَهْراً حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে। তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার দুধ ছাড়াতে লেগেছে ত্রিশ মাস। অবশেষে সে যখন শক্তি-সামর্থ্যের বয়সে ও চল্লিশ বছরে পৌঁছেছে, তখন বলতে লাগল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি দান করেছ আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকাজ করি। আমার সন্তানদেরকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আমি তোমারই অভিমুখী হ'লাম এবং আমি আজ্ঞাবহদের

অন্যতম' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। অত্র আয়াতে চল্লিশ বছর বয়স উল্লেখ করার কারণ হ'ল- যে সন্তান এ বয়স পর্যন্ত পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করে তারা এর পরের বয়সে সাধারণত পিতা-মাতার অবাধ্য হয় না। তাদের চিন্তা থাকে তারা পিতা-মাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে তাদের সন্তানেরাও তাদের সাথে খারাপ আচরণ করবে।[১]

এ বিষয়ে আল্লাহ আরও বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ. 'আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট স্বীকার করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে' *(লোক্বমান ৩১/১৪)*।

পিতা-মাতার মর্যাদা এতটাই বেশি যে, তারা সন্তানের জন্য দো'আ করলে আল্লাহ তা ফিরিয়ে দেন না। পিতা-মাতা যদি সন্তানের জন্য ভালো দো'আ করেন, তবে তা কবূল হয়। আবার, যদি সন্তানের বিরুদ্ধে খারাপ দো'আ করেন, সেটিও আল্লাহ কবূল করে নেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মযলুমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও সন্তানের জন্য পিতার দো'আ।[২] তবে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার দো'আ করা সমীচীন নয়। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ 'তোমরা কখনো নিজেদের বা তোমাদের সন্তানদের বা তোমাদের খাদেমের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদ দু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবূল করে নেবেন'।[৩]

[১]. ইবনু বাত্ত্বাল, শারহু ছহীহিল বুখারী ১০/১৫২।

[২]. তিরমিযী হা/১৯০৫; আহমাদ হা/৭৫০১; ছহীহুত তারগীব হা/১৬৫৫।

[৩]. মুসলিম হা/৩০০৯; আবুদাউদ হা/১৫৩৪; মিশকাত হা/২২২৯।

কোরআন হাদিসের আলোকে মায়ের বিশেষ মর্যাদা

পিতা-মাতার ক্ষেত্রে কারো মর্যাদা খাটো করে দেখার সুযোগ নেই। মর্যাদার দিক থেকে কখনও পিতা অগ্রগামী হন, আবার কখনও মা। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ-

‘আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই’ *(লোক্বমান ৩১/১৪)*।

মা এতো মর্যাদাবান যে, তার পদতলে সন্তানের জান্নাত রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السُّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ .فَقَالَ : هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ ؟ .قَالَ نَعَمْ .قَالَ :فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا-

মু‘আবিয়াহ বিন জাহেমাহ আস-সুলামী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, জাহেমাহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি জিহাদে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনার সাথে পরামর্শ করার জন্য এসেছি। তিনি আমাকে বললেন, তোমার কি মা আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘তুমি তার নিকটে থাক। কেননা জান্নাত তার পায়ের নীচে’।[1] কোন বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا ‘তুমি তাদের নিকটে থাক। কেননা জান্নাত রয়েছে তাদের পায়ের নীচে’।[2] অন্য বর্ণনায় এসেছে, জাহেমাহ আস-সুলামী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে দু’বার এসে বলেন, আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাত কামনা করি। জবাবে রাসূল (ছাঃ) বলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ارْجِعْ فَبَرَّهَا ‘ফিরে যাও। তার সাথে সদাচরণ কর’। অবশেষে তৃতীয় বার সম্মুখদিক থেকে এসে একই আবেদন করেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, وَيْحَكَ الْزَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ ‘তোমার ধ্বংস হৌক! তার পায়ের কাছে থাক। সেখানেই জান্নাত রয়েছে’।[3]

মা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র ও স্নেহাশীল হওয়ার কারণে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু’টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু’টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকাল এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইল। মা খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক করে দিল। নবী (ছাঃ) ঘরে আসলে আয়েশা (রাঃ) তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কি আছে? সে তার ছেলে দু’টির প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন’।[4]

তিনটি কারণে পিতা অপেক্ষা মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী। (১) গর্ভধারণ (২) কষ্টের পর কষ্ট বরণ এবং (৩) দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানো। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ !مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِى قَالَ :أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ :أُمُّكَ. قَالَ :ثُمَّ مَنْ قَالَ :أُمُّكَ. قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ :ثُمَّ أَبُوكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা'।[5]
অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ !مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ :أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তারপর যে তোমার সবচেয়ে নিকটবর্তী'।[6]
অন্যত্র এসেছে,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِأُمَّهَاتِكُمْ ثَلاَثًا- إِنَّ اللهَ يُوصِيكُمْ بِآبَائِكُمْ إِنَّ اللهَ يُوْصِيْكُمْ بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ-

মিকদাম ইবনে মা'দীকারিব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তোমাদের মায়েদের সম্পর্কে তোমাদের তিনবার উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর তোমাদের পিতাদের সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, অতঃপর নৈকট্যের ক্রমানুসারে নিকটাত্মীয় সম্পর্কে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন'।[7]
সর্বপ্রথম সদ্ব্যবহার পাওয়ার হকদার মা, তারপর পিতা, তারপর ছেলে-মেয়ে, তারপর দাদাগণ-নানাগণ ও রক্তসম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়গণ। যেমন চাচা ও ফুফুগণ, মামা ও খালাগণ। এরপর পর্যায়ক্রমের নিকটাত্মীয়গণ। এরপর রক্তসম্পর্কীয় গায়ের মাহরাম (যাদের সাথে বিবাহ হালাল বা বৈধ)। যেমন- চাচতো ভাই, চাচাতো বোন, মামাতো ভাই, মামাতো বোন ইত্যাদি। এরপর শ্বশুর বাড়ীর আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করতে হবে। এরপর খাদেম বা কর্মচারীদের সাথে স্তর অনুযায়ী। এরপর প্রতিবেশীদের সাথে। এর মধ্যে যার বাড়ীর কাছে সে বেশী হকদার, এভাবে পর্যায়ক্রমে দূরের আত্মীয়-স্বজন।[8]
মায়ের খেদমত করলে আল্লাহ তায়ালা গুনাহ মাফ করে দেন। কোন ব্যক্তি পাপ করলে রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম তাদের মায়ের খেদমত করার পরামর্শ দিতেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ :إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِيْ، وَخَطَبَهَا غَيْرِيْ، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَغِرْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ :أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ :لاَ، قَالَ :تُبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبْ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ :لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ :إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ-

ইবনু আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি এক মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলাম। সে আমাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করল। অপর এক ব্যক্তি তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিলে সে তাকে বিবাহ করতে পসন্দ করল। এতে আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগলে আমি তাকে হত্যা করি। আমার কি তওবার কোন সুযোগ আছে? তিনি বলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বলেন, তুমি মহামহিম আল্লাহর নিকট তওবা কর এবং যথাসাধ্য তার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। (আতা‘ রহঃ বলেন) আমি ইবনে আববাস (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তার মা জীবিত আছে কি-না তা আপনি কেন জিজ্ঞেস করলেন? তিনি বলেন, ‘আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য মায়ের সাথে সদাচরণের চেয়ে উত্তম কোন কাজ আমার জানা নেই’।[9]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন,

أَلَكَ وَالِدَانِ حَيَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ :لاَ، قَالَ :تَقَرَّبْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ بَعْدَ مَا خَرَجَ، فَقَالَ: لَوْ كَانَ حَيَّيْنِ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجَوْتُ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أحطَّ لِلذُّنُوْبِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَيْنِ-

‘তোমার পিতা-মাতা বা তাদের একজন কি জীবিত আছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, যথাসাধ্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করো। লোকটি বের হয়ে যাওয়ার পর আমরা তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, তার পিতা-মাতা বা তাদের একজন যদি জীবিত থাকত তাহ’লে তার জন্য আশা করতাম। কারণ পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ অপেক্ষা গুনাহ মোচনকারী আর কিছুই নেই’।[10]

[1]. নাসাঈ হা/৩১০৪; মিশকাত হা/৪৯৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৫।

[2]. ত্বাবারাণী, মু‘জামুল কাবীর হা/২২০২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২০৮৫।

[3]. ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১; ছহীহুল জামে‘ হা/১২৪৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৪।

[4]. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮৯; হাকেম হা/৭৩৪৯, সনদ ছহীহ ।

[5]. বুখারী হা/৫৯৭১; মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১।

[6]. মুসলিম হা/২৫৪৮; মিশকাত হা/৪৯১১; ছহীহুল জামে‘ হা/১৩৯৯।

[7]. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬০; ছহীহাহ হা/১৬৬৬; ছহীহুল জামে‘ হা/১৯২৪।

[8]. ইমাম নববী, শারহু মুসলিম হা/২৫৪৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য ।

[9]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪; আল-আছারুছ ছহীহাহ হা/১৯৭।

পিতা-মাতার জীবদ্দশায় সন্তানের করণীয়

আল্লাহ তায়ালা পিতা মাতার আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন। শুধু মাত্র সে ক্ষেত্রে তাদের অনুগত্য করা নিষেধ যদি তারা শিরক করতে বলে বা শরীয়ত বিরোধী কোন কাজের হুকুম করে। এবং তারা যে জায়েজ কাজের আদেশ বা নিষেধ করবেন তা যদি নিজের মতের সাথে না মেলে তবুও তাদের অনুগত্য করাই জরুরী। মহান আল্লাহ বলেন,

وَاعْبُدُوْا اللهَ وَلاَ تُشْرِكُوْاْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِيْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْراً.

‘ইবাদত কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে, পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম-মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির এবং দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পসন্দ করেন না দাম্ভিক-অহংকারীকে’ *(নিসা ৪/৩৬)*। তিনি আরো বলেন, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ‘আর যখন আমরা বনু ইস্রাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত কারু দাসত্ব করবে না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষের সাথে উত্তম কথা বলবে’ *(বাক্বারাহ ২/৮৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ‘ তুমি বল, এস আমি তোমাদেরকে ঐ বিষয়গুলো পাঠ করে শুনাই যা তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের উপর হারাম করেছেন। আর তা হ’ল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। দরিদ্রতার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরাই তোমাদেরকে ও তাদেরকে জীবিকা প্রদান করে থাকি’ *(আন‘আম ৬/১৫১)*।

অন্যত্র আল্লাহ নিজের অবদানের পাশাপাশি মায়ের অবদান সন্তানদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, وَاللهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ. ‘আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের গর্ভ থেকে বের করেছেন। তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর দিয়েছেন, যাতে তোমরা অনুগ্রহ স্বীকার কর’ *(নাহল ১৬/৭৮)*।

পবিত্র কুরআনে পিতা-মাতার হক সমূহকে আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত ও আনুগত্যের সাথে যুক্ত করে বর্ণনা করা হয়েছে। যাতে বান্দা তার জীবদ্দশায় সতর্কতা বজায় রেখে একনিষ্ঠভাবে পিতা-মাতার ন্যায়সঙ্গত অধিকার পূর্ণ করতে সক্ষম হয়। পিতামাতাকেও তাদের গর্ভধারণকালীন কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, যাতে পিতা-মাতা সন্তানকে কোন সময় আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করতে না বলে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيْفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ- فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ- أَيُشْرِكُوْنَ مَا لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ- ‘তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন

একজন মাত্র ব্যক্তি (আদম) থেকে। অতঃপর তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রী (হাওয়া)-কে। যাতে সে তার নিকটে প্রশান্তি লাভ করে। অতঃপর যখন সে তাকে আবৃত করে, তখন সে হালকা গর্ভধারণ করে। আর এটা নিয়েই সে চলাফেরা করে। অতঃপর যখন তা ভারি হয়, তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ে তাদের প্রতিপালককে ডাকে, যদি তুমি আমাদেরকে সুসন্তান দাও, তাহ'লে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে সুঠামদেহী সন্তান দান করেন, তখন তারা আল্লাহর এই দানে তার সঙ্গে অন্যকে শরীক নির্ধারণ করে। অথচ তারা যেসব বিষয়কে শরীক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তাদের থেকে অনেক উর্ধ্বে। তারা কি এমন বিষয়কে শরীক নির্ধারণ করে যারা কিছুই সৃষ্টি করে না, বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট' *(আ'রাফ ৭/১৮৯-১৯১)*।

অন্য একটি আছারে বর্ণিত হয়েছে, যুরারাহ বিন আওফা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ :إِنِّيْ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ الرُّوْمَ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ يَمْنَعَانِي قَالَ :أَطِعْ أَبَوَيْكَ، وَاجْلِسْ فَإِنَّ الرُّوْمَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوْهَا غَيْرَكَ-

'জনৈক ব্যক্তি ইবনু আববাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাই। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বাধা দেন। তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত্য কর এবং অপেক্ষা কর। কেননা খুব শীঘ্রই রোমকরা তুমি ছাড়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে'।[1]

রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীগণের অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ে উপদেশ দিতেন। কখনো শিরকের বিরুদ্ধে উপদেশ দিতেন। কখনো অন্যান্য অপরাধ হ'তে বিরত থাকার নছীহত করতেন। বিশেষ করে তিনি পিতা-মাতার আনুগত্য করার উপদেশ অধিকহারে দিয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه قَالَ :أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِتِسْعٍ :لَا تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا، وَإِنْ قُطِّعْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، وَلَا تَتْرُكَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ مُتَعَمِّدًا، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، وَلَا تَشْرَبَنَّ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ، فَاخْرُجْ لَهُمَا، وَلَا تُنَازِعَنَّ وُلاةَ الْأَمْرِ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّكَ أَنْتَ وَلَا تَفْرُرْ مِنَ الزَّحْفِ، وَإِنْ هَلَكْتَ وَفَرَّ أَصْحَابُكَ، وَأَنْفِقْ مِنْ طَوْلِكَ عَلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْ أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-আমাকে নয়টি ব্যাপারে অছিয়ত করেছেন, (১) আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না, যদিও তোমাকে হত্যা করা হয় অথবা অগ্নিদগ্ধ করা হয়। (২) ইচ্ছাকৃতভাবে ফরয ছালাত ত্যাগ করো না, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ফরয ছালাত ত্যাগ করবে তার সম্পর্কে আমার কোন দায়িত্ব নাই। (৩) মদ্যপান করো না, কেননা তা সকল অনাচারের চাবি (মূল)। (৪) তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে। (৫) শাসকদের সাথে বিবাদে জড়াবে না, যদিও দেখ যে, তুমিই (হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তবুও)। (৬) যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করো না, যদিও তুমি ধ্বংস হও এবং তোমার সাথীরা পলায়ন করে। (৭) তোমার সামর্থ্য

অনুসারে পরিবারের জন্য ব্যয় করো। (৮) তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি তুলে রাখবে না (অর্থাৎ শাসনের মধ্যে রাখবে) এবং (৯) তাদের মধ্যে মহামহিম আল্লাহর ভয় জাগ্রত রাখবে'।[2] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন,وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، 'তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে'।[3]

আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর পিতার ব্যাপারে কিছু জানা যায় না। তবে তিনি মায়ের প্রতি খুবই অনুগত ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সেজন্য তিনি নিজে যেমন পিতা-মাতার আনুগত্যকারী ছিলেন, তেমনি তিনি অন্যকেও সে ব্যাপারে উপদেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا :مَا هَذَا مِنْكَ، قَالَ :أَبِيْ، قَالَ :لَا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلَا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ-

উরওয়াহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কে হন? সে বলল, আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেক না, তার আগে আগে চলো না এবং তার সামনে বসো না'।[4] অন্য একটি আছারে এসেছে,

عَنِ الْقَيسِيِّ، قَالَ :قَدِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ :يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، إِنَّ الْجِهَادَ قَدْ فَضَّلَهُ اللهُ، وَإِنِّي كُلَّمَا رَحَّلْتُ رَاحِلَتِي جَاءَ وَالِدَايَّ فَحَطَّا رَحْلِي؟ قَالَ :هُمَا جَنَّتُكَ، فَأَصْلِحْ إِلَيْهِمَا ثَلَاثًا-

কায়সী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললাম, হে আবু হুরায়রা! জিহাদ করাকে আল্লাহ মর্যাদামন্ডিত করেছেন। আমি যখনই জিহাদের জন্য বাহন প্রস্ত্তত করি তখনই আমার পিতা-মাতা এসে তা সরিয়ে দিতেন। তখন তিনি বললেন, তারা তোমার জন্য জান্নাত। অতএব তাদের প্রতি তুমি সদাচরণ কর। তিনি একথা তিনবার বললেন'।[5]

[1]. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৪৫৯; মারওয়াযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৭১, সনদ ছহীহ।

[2]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; আওসাত্ব হা/৭৯৫৬, সনদ ছহীহ।

[3]. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৯।

[4]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪; শারহুস সুন্নাহ হা/৩৪৩৮; শু'আবুল ঈমান হা/৭৫১১, সনদ ছহীহ।

[5]. ইতহাফ হা/৪২০৫; মারওয়াযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৪৩, সনদ ছহীহ।

শরিয়ত বিরোধী কাজে পিতা-মাতার আনুগত্য নেই

পিতা-মাতা তার সন্তানকে শরী'আত বিরোধী কোন কাজের আদেশ করলে, সন্তান তা প্রত্যাখ্যান করলেও কোন দোষ হবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কালামে বলেছেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفاً وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُوْنَ.

'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব' *(লোক্বমান ৩১/১৫)*।[1]

এখানে শিরক বলতে আল্লাহর সত্তা বা তাঁর গুণাবলী ও তাঁর ইবাদতে শরীক করা বুঝায়। একইভাবে আল্লাহর বিধানের সাথে অন্যের বিধানকে শরীক করা বুঝায়। ধর্মের নামে ও রাষ্ট্রের নামে মানুষের মনগড়া সকল বিধান এর মধ্যে শামিল। অতএব পিতা-মাতা যদি সন্তানকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বাইরে অন্য কিছু করতে চাপ প্রয়োগ করেন, তবে সেটি মানতে সন্তান বাধ্য নয়। কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে সদাচরণ করবে *(কুরতুবী, লোক্বমান ৩১/১৫ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*।

মুছ'আব বিন সা'দ তার পিতা সা'দ বিন খাওলা হ'তে বর্ণনা করেন যে, আমার মা একদিন আমাকে কসম দিয়ে বলেন, আল্লাহ কি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেননি?فَوَاللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَاماً وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى أَمُوْتَ أَوْ تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، 'আল্লাহর কসম! আমি কিছুই খাব না ও পান করব না, যতক্ষণ না মৃত্যুবরণ করব অথবা তুমি মুহাম্মাদকে অস্বীকার করবে'।[2] ফলে যখন তারা তাকে খাওয়াতেন, তখন গালের মধ্যে লাঠি ভরে দিয়ে ফাঁক করতেন ও তরল খাদ্য দিতেন। এভাবে তিন দিন যাওয়ার পর যখন মায়ের মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন সূরা আনকাবূত এর ৮ নং আয়াত নাযিল হ'ল,وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ- 'আর আমরা মানুষকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা পিতা-মাতার সাথে (কথায় ও কাজে) উত্তম ব্যবহার করে। তবে যদি তারা তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করার জন্য চাপ দেয়, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে তুমি তাদের কথা মান্য করো না। আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর আমি তোমাদের জানিয়ে দেব যেসব কাজ তোমরা করতে'।[3]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মা বললেন, তুমি অবশ্যই তোমার দ্বীন ছাড়বে। নইলে আমি খাব না ও পান করব না, এভাবেই মরে যাব। তখন তোমাকে লোকেরা তিরস্কার করে বলবে, يَا قَاتِلَ أُمِّهِ 'হে মায়ের হত্যাকারী'! আমি বললাম,يَا أُمَّاهُ لَوْ كَانَتْ لَكِ مِائَةُ نَفْسٍ، فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِيْنِيْ هَذَا فَإِنْ شِئْتِ فَكُلِيْ، وَإِنْ شِئْتِ فَلَا تَأْكُلِيْ، 'হে মা! যদি তোমার একশটি জীবন হয়, আর এক একটি করে এভাবে বের হয়, তবুও আমি আমার এই দ্বীন পরিত্যাগ করব না। কাজেই তুমি খেলে খাও, না খেলে না খাও! অতঃপর আমার এই দৃঢ় অবস্থান দেখে তিনি খেলেন। তখন অত্র আয়াত নাযিল হ'ল'।[4] বস্ত্ততঃ এমন ঘটনা সকল যুগে ঘটতে পারে। তখন মুমিনকে অবশ্যই দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মানব জাতিকে এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর শ্রেষ্ঠত্বের এই মর্যাদা রক্ষায় তাকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান-বুদ্ধি দান করা হয়েছে। কিন্তু মানবজাতির শত্রু ইবলীস ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলে সন্তানকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে শয়তানের অনুগত কোন মুশরিক পিতা-মাতা পিতৃত্বের দাবী নিয়ে নিজ সন্তানদের শিরক করায় বাধ্য করতে না পারে। কারণ শিরক হ'ল অমার্জনীয় পাপ। এখানে মহান আল্লাহর পক্ষ হ'তে অধিকার প্রাপ্ত পিতা-মাতা ও সন্তান উভয়কেই শিরকমুক্ত থেকে ইসলামের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণের কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে বিধৃত ইবরাহীম (আঃ)-এর কাহিনী অবলম্বনে পিতা কর্তৃক পুত্রকে শিরকের পথে আহবান এবং পুত্র কর্তৃক পিতাকে সত্যের পথে আহবানের দলীল পাওয়া যায়। ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা মূর্তিপূজক তথা মুশরিক ছিলেন। অথচ ইবরাহীম (আঃ) ছিলেন সুপথপ্রাপ্ত। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لأَبِيْهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَاماً آلِهَةً إِنِّيْ أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ. 'স্মরণ করুন, যখন ইবরাহীম পিতা আযরকে বললেন, তুমি কি প্রতিমাসমূহকে উপাস্য মনে কর? আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি ও তোমার সম্প্রদায় প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় রয়েছ' *(আন'আম ৬/৭৪)*।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيْمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِيْنَ، إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيْلُ الَّتِيْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُوْنَ، قَالُوْا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِيْنَ، قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِيْ ضَلاَلٍ مُّبِيْنٍ.

'ইতিপূর্বে আমরা ইবরাহীমকে সৎপথের জ্ঞান দান করেছিলাম। আর আমরা তার সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলাম। যখন তিনি তার পিতা ও সম্প্রদায়কে বললেন, এই মূর্তিগুলি কী, যাদের পূজায় তোমরা রত আছ? তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে এদের পূজারী হিসাবে পেয়েছি। তিনি বললেন, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ' *(আম্বিয়া ২১/৫১-৫৪)*। ইবরাহীম (আঃ) তাঁর পিতার শিরকের আহবানে সাড়া দেননি। কারণ তাঁর পিতা আল্লাহর বিরুদ্ধে আহবান করেছিল। আর রাসূল (ছাঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, لا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ 'স্রষ্টার অবাধ্যতায় সৃষ্টির প্রতি কোন আনুগত্য নেই'।[5]

[1]. আয়াতটি খ্যাতনামা ছাহাবী সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ)-এর সম্পর্কে নাযিল হয় (কুরতুবী)।

[2]. আহমাদ হা/১৬১৪; তিরমিযী হা/৩১৮৯, সনদ ছহীহ।

[3]. আনকাবূত ২৯/৮; ইবনু হিববান হা/৬৯৯২; শু'আবুল ঈমান হা/৭৯৩২; তাফসীরে ইবনু কাছীর ৬/২৬৫, সনদ ছহীহ।

[4]. কুরতুবী হা/৪৮৪৯, ৪৮৫০; তিরমিযী হা/৩১৮৯, হাদীছ ছহীহ; ইবনু কাছীর ৬/৩৩৭।

[5]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৪ ও ৩৬৯৬।

পিতা-মাতার খেদমত করা

পিতা-মাতা এক সময় বৃদ্ধ হয়ে যান। তারা শিশুদের মত সন্তানের খেদমতের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এমন অবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করা সন্তানের জন্য আবশ্যক। এতে সন্তান যেমন দুনিয়াবী প্রশান্তি ও পরকালীন কল্যাণ লাভ করবে তেমনি পিতা-মাতাও সুখে থাকবেন এবং সন্তানের জন্য দো'আ করবেন।

নানাভাবে পিতা-মাতার সেবা করা যেতে পারে। হতে পারে সেটা উত্তম কথা ও কাজের মাধ্যমে বা তাদের প্রতি খরচ করার মাধ্যমে। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বহু স্থানে তাদের সেবার করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَّوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَّحَمْلُهُ 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্ট সহকারে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট সহকারে প্রসব করেছে' *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*।

উচ্চস্বরে কথা না বলা :

পিতা-মাতার মাধ্যমে মানুষ পৃথিবীতে আগমন করে। এক সময় তারাও বার্ধক্যে উপনীত হন। তখন তাদের মন-মানসিকতা শিশুদের মত হয়ে যায়। শিশুরা যেমন উচ্চবাক্য শুনলে কষ্ট পেয়ে কান্নাকাটি করে, তেমনি পিতা-মাতারও এমন অবস্থা হয়। সেজন্য তাদের সামনে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا 'তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ'লে তুমি তাদের প্রতি উহ্ শব্দটিও উচ্চারণ করো না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। তুমি তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বল' *(ইসরা ১৭/২৩)*।

পিতা-মাতার সেবাযত্ন ও আনুগত্য করা কোন সময়ই বয়সের গন্ডীতে সীমাবদ্ধ নয়। সর্বাবস্থায় এবং সব বয়সেই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। কিন্তু বার্ধক্যে উপনীত হলে পিতা-মাতা সন্তানের সেবাযত্নের বেশী মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তাদের জীবন কোন কোন সময় সন্তানদের দয়া ও কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তখন সন্তানের পক্ষ থেকে সামান্য অবহেলা দেখলেও তাদের অন্তরে তা গভীর বেদনা ও ক্ষতের সৃষ্টি করে। অপরদিকে বার্ধক্যের উপসর্গসমূহ স্বভাবগতভাবে মানুষের মেজাজকে খিটখিটে করে দেয়। তদুপরি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে যখন বুদ্ধি-বিবেচনাও লোপ পায়, তখন পিতা-মাতার চাওয়া-পাওয়া পূরণ করা অনেক সময় সন্তানের পক্ষে কষ্টকর হয়। আল্লাহ তা'আলা এসব অবস্থাতেও পিতা-মাতার মনোতুষ্টি ও সুখ-শান্তি বিধানের আদেশ দেয়ার সাথে সাথে সন্তানকে তার শৈশবকাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, আজ পিতা-মাতা তোমার যতটুকু মুখাপেক্ষী, এক সময় তুমিও তদপেক্ষা বেশী তাদের মুখাপেক্ষী ছিলে। তখন তাঁরা যেমন নিজেদের আরাম-আয়েশ ও কামনা-বাসনা তোমার জন্যে কুরবান করেছিলেন এবং তোমার অবুঝ কথাবার্তাকে স্নেহমমতার আবরণ দ্বারা ঢেকে নিয়েছিলেন, তেমনি মুখাপেক্ষিতার এই দুঃসময়ে বিবেক ও সৌজন্যবোধের দাবী হল, তাদের পূর্ব ঋণ শোধ করা। أف বাক্যে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যদ্দারা

বিরক্তি প্রকাশ পায়। এমনকি তাদের কথা শুনে বিরক্তিবোধক দীর্ঘশ্বাস ছাড়াও এর অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, যে কথায় পিতা-মাতার সামান্য কষ্ট হয়, তাও নিষিদ্ধ। বিশেষ করে বার্ধক্যে তাঁদেরকে ধমক দিতে এমনকি তাদের প্রতি উহ্ঃ শব্দটি ব্যবহার করতেও নিষেধ করেছেন। কেননা বার্ধক্যে তাঁরা দুর্বল ও অসহায় হয়ে যান। পক্ষান্তরে সন্তানরা হয় সবল, উপার্জনক্ষম ও সংসারের সব কিছুর ব্যবস্থাপক। এছাড়া যৌবনের উন্মাদনাময় উদ্যম এবং বার্ধক্যের ভুক্তপূর্ব স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এরূপ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার প্রতি আদব ও শ্রদ্ধার দাবীসমূহের প্রতি খেয়াল রাখার অত্যন্ত কঠিন য়ে দাঁড়ায়। তাই আল্লাহর কাছে সন্তোষভাজন সেই-ই হবে, যে তাঁদের শ্রদ্ধার দাবী পূরণ ও প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে। এরপর বলা হয়েছে, وَلَا تَنْهَرْهُمَا। এখানে نهر শব্দের অর্থ ধমক দেয়া। এটা যে কষ্টের কারণ তা বলাই বাহুল্য।[1]

জুলুম করলেও তাদের সেবা করা :

পিতা-মাতা যেমন বয়োবৃদ্ধ, তেমনি তারা জ্ঞানেও বৃদ্ধ। সেজন্য তারা যেকোন সিদ্ধান্ত বুঝে ও জেনে গ্রহণ করে থাকেন। আর যুবকেরা কাজ করে জোশে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার সিদ্ধান্ত সন্তানের নিকট সঠিক মনে নাও হতে পারে। তার নিকট মনে হতে পারে এটি যুলুম। এই অবস্থাতেও পিতা-মাতার আনুগত্য করা ও তাদের সেবা করা আবশ্যক। রাসূল (ছাঃ) বলেন,وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دُنْيَاكَ فَاخْرُجْ لَهُمَا ‘তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, তারা যদি তোমাকে দুনিয়া ছাড়তেও আদেশ করেন তবে তাই করবে’।[2] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেন, وَأَطِعْ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَخْرَجَاكَ مِنْ مَالِكَ وَكُلِّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ، ‘তোমার পিতা-মাতার আনুগত্য করবে, যদিও তারা তোমাকে তোমার সম্পদ থেকে ও কেবল তোমার জন্য নির্দিষ্ট যাবতীয় বস্ত থেকে বঞ্চিত করে’।[3]

পিতা-মাতার জন্য ব্যয় করা :

ভালো পথে সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতাকে সর্বাগ্রে স্থান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

يَسْأَلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ-

‘লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিভাবে খরচ করবে? তুমি বলে দাও যে, ধন-সম্পদ হ’তে তোমরা যা ব্যয় করবে, তা তোমাদের পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরদের জন্য ব্যয় কর। আর মনে রেখ, তোমরা যা কিছু সৎকর্ম করে থাক, আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যকরূপে অবগত’ *(বাক্বারাহ ২/২১৫)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِى قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا. يَقُوْلُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِيْنِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ- ‘প্রথমে নিজের জন্য ব্যয় কর। এরপর অবশিষ্ট থাকলে পরিজনের জন্য ব্যয় কর। নিজ পরিজনের জন্য ব্যয় করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তবে নিকটাত্মীয়দের জন্য ব্যয় কর। আত্মীয়-স্বজনদেরকে দান করার পরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহ’লে এদিক অর্থাৎ সম্মুখে-ডানে-বামে ব্যয় করবে’।[4]

আর পিতা-মাতা পরিজনের অন্যতম সদস্য। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন,بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا شَابٌّ مِنَ الثَّنِيَّةِ فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ بِأَبْصَارِنَا قُلْنَا :لَوْ أَنَّ هَذَا الشَّابَ جَعَلَ شَبَابَهُ وَنَشَاطَهُ وَقُوَّتَهُ فِى سَبِيلِ اللهِ قَالَ فَسَمِعَ مَقَالَتَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :وَمَا سَبِيلُ اللهِ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا فَفِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِى سَبِيلِ الشَّيْطَانِ- ‘একদা আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বসা ছিলাম। হঠাৎ করে একজন যুবক ছানিয়া নিম্ন ভূমি থেকে আগমন করল। তাকে গভীর দৃষ্টিতে অবলোকন করে বললাম, হায়! যদি এই যুবকটি তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তি আল্লাহর পথে ব্যয় করত! বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (ছাঃ) আমাদের বক্তব্য শুনে বললেন, কেবল নিহত হ’লেই কি সে আল্লাহর পথে থাকবে? যে ব্যক্তি মাতা-পিতার খেদমতে সচেষ্টা থাকবে সে আল্লাহর পথে। যে পরিবার-পরিজনের কল্যাণের জন্য চেষ্টায় রত থাকবে সে আল্লাহর পথে। যে ব্যক্তি নিজেকে গোনাহ থেকে রক্ষার চেষ্টায় রত থাকবে সে আল্লাহর পথে। আর যে ব্যক্তি সম্পদের অধিকতর প্রাচুর্যের নেশায় মত্ত থাকবে সে শয়তানের পথে।[5]

আরেকটি হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ لِىْ مَالاً وَوَلَدًا وَإِنَّ وَالِدِى يَجْتَاحُ مَالِى .قَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوْا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ-

আমর ইবনু শু‘আইব (রহঃ) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার সম্পদ ও সন্তান আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেন, তুমি ও তোমার সম্পদ উভয়ই তোমার পিতার। তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য সর্বোত্তম উপার্জন। সুতরাং তোমরা তোমাদের সন্তানদের উপার্জন থেকে খাবে’।[6] অন্য বর্ণনায় রয়েছে,إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ، ‘লোকেরা যা ভক্ষণ করে তার মধ্যে পবিত্রতম হ’ল নিজের উপার্জন। আর সন্তান সন্ততি তার উপার্জনেরই অংশ’..।[7]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْدِيْ عَلَى وَالِدِهِ قَالَ :إِنَّهُ أَخَذَ مِنْ مَالِي، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ، وَمَالَكَ مِنْ كَسْبِ أَبِيكَ-

ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে তার পিতার বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ির অভিযোগ করে বলল, তিনি আমার ধন-সম্পদ কেড়ে নিয়েছেন। তখন রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি কি জান, তুমি এবং তোমার ধন-সম্পদ তোমার পিতারই উপার্জন?’।[8] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلاَدِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ فَكُلُوْهُ هَنِيْئًا- ‘আর তোমাদের সন্তানদের সম্পদ তোমাদেরই উপার্জন। অতএব তোমরা তা স্বাচ্ছন্দ্যে খাও’।[9]

[1]. তাফসীরে ইবনু কাছীর ৫/৬৪; তাফসীরে কুরতুবী ১০/২৪২-৪৩।

[2]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৮; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; আওসাত্ব হা/৭৯৫৬, সনদ ছহীহ।

[3]. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৭৯৫৬; মু'জামুল কাবীর হা/১৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/৫৬৯।

[4]. মুসলিম হা/৯৯৭; মিশকাত হা/৩৩৯২।

[5]. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৪২১৪; শু'আবুল ঈমান হা/৯৮৯২; ছহীহাহ হা/২২৩২, ৩২৪৮।

[6]. আবুদাঊদ হা/৩৫৩০; ইবনু মাজাহ হা/২২৯২; মিশকাত হা/৩৩৫৪; ছহীহুল জামে' হা/১৪৮৭।

[7]. ইবনু মাজাহ হা/২১৩৭; মিশকাত হা/২৭৭০; ইরওয়া হা/২১৬২।

[8]. তাবারানী, মু'জামুল কাবীর হা/১৩০৪৫; ছহীহাহ হা/১৫৪৮; ছহীহুল জামে' হা/১৩৩১; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৬৭৬৩ ।

[9]. আহমাদ হা/৬৬৭৮; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৫২৬।

বৃদ্ধ বয়সে পিতা-মাতাকে সঙ্গ দেওয়া

পিতা মাতা বৃদ্ধ হলে অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েন। শিশুদের মত হয়ে যান। এই সময় তাদের পাশে থাকা,তাদের কে সঙ্গ দেয়া উচিৎ। তাদের ভালো লাগা, খারাপ লাগা কে গুরুত্ব দেয়া। তাদের আবেগ অনুভূতির মূল্যায়ন করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন,اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ، 'প্রবীণদের সাথেই তোমাদের কল্যাণ, বরকত রয়েছে'।[1]

ইসলামে বৃদ্ধ পিতা-মাতার খিদমত ও সেবা করার ফযীলত ও গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ .قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ :مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলায় ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ'ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।[2] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন,ابْغُوْنِي الضَّعِيْفَ فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ وَتُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ، 'তোমরা আমাকে দুর্বলদের মাঝে খোঁজ কর। কেননা তোমাদের মধ্যে যারা দুর্বল তাদের অসীলায় তোমরা রিযিক ও সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক'।[3]

তিনি আরো বলেন,إِنَّمَا يَنْصُرُ اللهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ، 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে তাদের দুর্বল লোকদের দো'আ, ছালাত ও ইখলাছের মাধ্যমে সাহায্য করে থাকেন'।[4] অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، 'নিশ্চয়ই শুভ্র চুল বিশিষ্ট মুসলিমকে সম্মান করাই আল্লাহকে সম্মান করার শামিল'।[5]

কারণ বৃদ্ধদের ইবাদতে ও দো'আয় একনিষ্ঠতা থাকে, থাকে দুনিয়ার মোহ থেকে অন্তরের পরিচ্ছন্নতা। তাদের আগ্রহ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে পরকাল।

পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও সেবা করা :

পিতা মাতা সন্তানদের জন্য অনেক কষ্ট করেন,তাই পিতা-মাতা কাফের মুশরিক হলেও তাদের সেবা করতে হবে। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করতে হবে, তাদের খোঁজ খবর নিতে হবে। এটাই শরীয়তের নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِيْ كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُهَاجِرِيْنَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوْا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوْفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُوْرًا-

'নবী (মুহাম্মাদ) মুমিনদের নিকট তাদের নিজেদের অপেক্ষা অধিক ঘনিষ্ঠ এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের (মুমিনদের) মা। আর আল্লাহর কিতাবে রক্ত সম্পর্কীয়গণ পরস্পরের অধিক নিকটবর্তী অন্যান্য মুমিন ও মুহাজিরগণের চাইতে। তবে তোমরা যদি তোমাদের বন্ধুদের প্রতি সদাচরণ কর তাতে বাধা নেই। আর এটাই মূল কিতাবে (অর্থাৎ লওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ আছে (যার কোন নড়চড় হয় না) *(আহযাব ৩৩/৬)*। উক্ত আয়াতে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে বলা হয়েছে, যদিও তারা অমুসলিম হয়। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-

'আর যদি পিতা-মাতা তোমাকে চাপ দেয় আমার সাথে কাউকে শরীক করার জন্য, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তাহ'লে তুমি তাদের কথা মানবে না। তবে পার্থিব জীবনে তাদের সাথে সদ্ভাব রেখে বসবাস করবে। আর যে ব্যক্তি আমার অভিমুখী হয়েছে, তুমি তার রাস্তা অবলম্বন কর। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকটে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করব' *(লোকমান ৩১/১৫)*।

হাদীছে এসেছে, সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى :كَانَتْ أُمِّيْ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ حَتَّى أُفَارِقَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا- 'আমার সম্পর্কে আল্লাহর কিতাবের চারটি আয়াত নাযিল হয়। (১) আমার মা শপথ করেন যে, আমি যতক্ষণ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে ত্যাগ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পানাহার করবেন না। এই প্রসঙ্গে মহামহিম আল্লাহ নাযিল করেন, 'পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছু শরীক করতে চাপ দেয় যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই, তবে তুমি তাদের আনুগত্য করবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে' *(লোকমান ৩১/১৫)*।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدِمَتْ عَلَىَّ أُمِّى وَهْىَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّى قَالَ :نَعَمْ صِلِى أُمَّكِ

আসমা বিনতে আবুবকর (রাঃ) বলেন, আমার মুশরিকা মা কুরাইশদের আয়ত্তে থাকাকালীন আমার নিকট এসেছিল। তখন আমি রাসূল (ছাঃ)-কে ফৎওয়া জিজ্ঞেস করে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মুশরিকা মা আমার কাছে এসেছে। আর তিনি ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তোমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার কর'।[6]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ঘটনাটি ছিল হোদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়কার। যখন তিনি তার মুশরিক স্বামী হারেছ বিন মুদরিক আল-মাখযূমীর সাথে ছিলেন *(ফাৎহুল বারী)*। আসমা (রাঃ)-এর মা আবুবকর (রাঃ)-এর স্ত্রী মুশরিকা অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় গিয়ে স্বীয় কন্যা আসমার গৃহে আশ্রয় নেন। তার আগমনের এ সময়টি ছিল কুরাইশদের সাথে রাসূল (ছাঃ)-এর যুদ্ধ-বিগ্রহ বন্ধ এবং একে অপরের নিরাপত্তার সন্ধি চুক্তির মেয়াদকালে। এ সময়ও সে ইসলামের প্রতি বিমুখ ও বীতশ্রদ্ধ ছিল। কিন্তু স্বামী ও সন্তানাদির বিরহ-বিদ্রোহের লাঞ্ছনাময় জীবনের দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ছিল কাতর। আসমা (রাঃ) বলেন, এজন্য সে আমার কাছ থেকে কিছু পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী ছিল। সে কমপক্ষে এতটুক আশা করে এসেছিল যাতে আমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করি। মুশরিকা মায়ের এ অবস্থা দেখে আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি আমার এই মায়ের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখব এবং তার সাথে সদাচরণ করব? তখন নবী (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ! তুমি তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখ। অর্থাৎ সে যা পেলে খুশী হয়, তুমি তাকে তা দাও। হাফেয ইবনু হাজার আসকালানী (রহঃ) বলেন, এ হাদীছ দ্বারা মুশরিক নিকটতম আত্মীয়ের সাথেও সদাচরণ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়'।[7]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِى بَكْرٍ رضى الله عنهما قَالَتْ :أَتَتْنِى أُمِّىْ رَاغِبَةً فِىْ عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم آصِلُهَا قَالَ :نَعَمْ .قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى فِيْهَا)لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ(-

আবুবকর কন্যা আসমা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর যুগে আমার অমুসলিম মা আমার কাছে এলেন। আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট জিজ্ঞেস করলাম, তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করব কি-না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। ইবনু উয়াইনাহ (রহঃ) বলেন, এ ঘটনা প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি, আর তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করতে আর ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি *(মুমতাহিনাহ ৬০/০৮)*' ।[8]

[1]. ইবনু হিববান হা/৫৫৯; হাকেম হা/২১০, সনদ ছহীহ ।

[2]. মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২।

[3]. নাসাঈ হা/৩১৭৯; আবূদাউদ হা/২৫৯৪; আহমাদ হা/২১৭৩১, সনদ ছহীহ।

[4]. নাসাঈ হা/৩১৭৮; ছহীহুত তারগীব হা/০৬; ছহীহুল জামে‘ হা/২৩৮৮, সনদ ছহীহ।

[5]. আবূদাউদ হা/৪৮৪৩; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৫৭; মিশকাত হা/৪৯৭২; ছহীহুত তারগীব হা/৯৮; ছহীহুল জামে‘ হা/২১৯৯।

[6]. বুখারী হা/২৬২০, ৩১৮৩; মুসলিম হা/১০০৩; মিশকাত হা/৪৯১৩।

[7]. ফাৎহুল বারী ৫/২৩৪; মিরক্বাতুল মাফাতীহ হা/৪৯১৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[8]. বুখারী হা/৫৯৭৮; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/২৫।

পিতা-মাতার সেবা করার ফাযায়েল

পিতা-মাতার সেবা করা জিহাদ অপেক্ষা উত্তম :

শরীয়তে জিহাদ অনেক বড় এবং ফজিলতপূর্ণ একটি আমল। জিহাদের চেয়েও পিতা-মাতার সেবা করাকে ক্ষেত্র বিশেষে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضى الله عنهما يَقُولُ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ، فَقَالَ : أَحَىٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ :نَعَمْ. قَالَ :فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ-

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তাহলে তাঁদের খিদমতের চেষ্টা কর’।[1]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এর অর্থ হ’ল, ‘তোমার পিতা-মাতা জীবিত থাকলে তাদের সেবা ও খিদমতে সর্বোচ্চ চেষ্টা কর। কারণ এটি জিহাদের স্থলাভিষিক্ত হবে’ *(ফাৎহুল বারী ১০/৪০৩)*।

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِىِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ :أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللهِ. قَالَ :فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَىٌّ؟ قَالَ نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا. قَالَ :فَتَبْتَغِى الْأَجْرَ مِنَ اللهِ. قَالَ :نَعَمْ. قَالَ :فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا-

আব্দুল্লাহ বিন আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি আপনার হাতে হিজরত ও জিহাদের জন্য বায়‘আত গ্রহণ করব। এতে আমি আল্লাহর কাছে পুরস্কার ও বিনিময় আশা করি। তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়ে জীবিত আছেন। তিনি বললেন, তাহ’লে তুমি আল্লাহর কাছে বিনিময় প্রত্যাশা

করছ? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহ’লে তুমি তোমার পিতামাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের দু’জনের সঙ্গে সদাচরণপূর্ণ জীবন যাপন কর’।[2]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি তাদের উভয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় ছেড়ে এসেছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এরপরেও তুমি আল্লাহর নিকট পুরস্কার আশা কর? লোকটি বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও ও সর্বোত্তম সাহচর্য দান কর এবং তাদের কাছেই (খিদমতে) জিহাদ কর’।[3] তিনি আরও বলেন, فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا، وَأَبَى أَنْ يُبَايِعَهُ، ‘তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। অতঃপর তাদেরকে হাসাও, যেমনভাবে তাদেরকে কাঁদিয়েছ। অতঃপর তিনি তার বায়‘আত নিতে অস্বীকার করলেন’।[4]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ :أَنَّ رَجُلاً هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ :هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ قَالَ: أَبَوَاىَ. قَالَ: أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ وَإِلاَّ فَبِرَّهُمَا-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইয়েমেন থেকে হিজরত করে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট চলে আসলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়েমেনে কি তোমার কেউ আছে? সে বলল, আমার পিতা- মাতা আছেন। তিনি বললেন, তারা তোমাকে অনুমতি দিয়েছেন? সে বলল, না। তিনি বললেন, তুমি তাদের নিকট ফিরে গিয়ে তাদের কাছে অনুমতি প্রার্থনা কর। যদি তারা অনুমতি দেন তাহলে জিহাদে যাও। অন্যথা তাদের সাথে সদাচরণ করো’।[5]

অন্য একটি আছারে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّيْ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ الرُّوْمَ، وَإِنَّ أَبَوَيَّ يَمْنَعَانِي قَالَ: أَطِعْ أَبَوَيْكَ، وَاجْلِسْ فَإِنَّ الرُّوْمَ سَتَجِدُ مَنْ يَغْزُوْهَا غَيْرَكَ-

যুরারাহ বিন আওফা হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি ইবনু আববাস (রাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যেতে চাই। অথচ আমার পিতা-মাতা আমাকে বাধা দেন। তিনি বললেন, পিতা-মাতার অনুগত্য কর এবং অপেক্ষা কর। কেননা খুব শীঘ্রই রোমকরা তুমি ছাড়া এমন ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করবে, যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে’।[6]

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা কখনো কখনো জিহাদের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। জমহূর বিদ্বানের নিকটে সন্তানের উপর জিহাদে যাওয়া হারাম হবে, যদি তাদের মুসলিম পিতা-মাতা উভয়ে কিংবা কোন একজন জিহাদে যেতে নিষেধ করেন। কেননা তাদের সেবা করা সন্তানের জন্য ‘ফরযে আইন’। পক্ষান্তরে জিহাদ করা তার জন্য ‘ফরযে কিফায়াহ’। যা সে না করলেও অন্য কেউ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরের হুকুমে। [7]

পিতা-মাতার সেবা করা অন্যতম নেক আমল :

হাদীছে বিভিন্ন আমলকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কতগুলো ইবাদত রয়েছে যা আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার কতগুলো ইবাদত রয়েছে যা বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট। বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদতগুলোর মধ্যে পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ؟ قَالَ :الصَّلاَةُ عَلَى وَقْتِهَا .قَالَ :ثُمَّ أَىُّ قَالَ :ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ .قَالَ :ثُمَّ أَىُّ قَالَ :الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ .قَالَ حَدَّثَنِى بِهِنَّ وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِى-

আব্দুল্লাহ্ (ইবনু মাসঊদ) (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কোন আমল সর্বোত্তম? তিনি বললেন, সময়মত ছালাত আদায় করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন, অতঃপর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)-কে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে আমি চুপ রইলাম। আমি যদি আরো বলতাম, তবে তিনি আরও অধিক বলতেন'।[8]

উল্লেখ্য যে, আল্লাহর নিকট প্রিয় কাজের স্থানে কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, এমন আমল যা জান্নাতের নিকটবর্তী করে বা শ্রেষ্ঠ আমলের কথা বলা হয়েছে।[9] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা, এরপর পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করা, এরপর জিহাদে গমন করা'।[10] এর দ্বারা বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা করার স্থান ছালাতের পরে এবং জিহাদে গমন করার উপরে।

পিতা-মাতার সেবায় আল্লাহর সন্তুষ্টি :

সন্তানের নিকট মায়ের যেমন বিশেষ মর্যাদা রয়েছে, তেমনি পিতারও বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। পিতা যদি কোন বৈধ কারণে সন্তানের উপর অসন্তুষ্ট থাকেন, তাহ'লে আল্লাহ তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যান। কারণ একজন সন্তানকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তুলতে পিতার আর্থিক ও মানসিক অবদান রয়েছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :رِضَا الرَّبِّ فِىْ رِضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِىْ سَخَطِ الْوَالِدِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'।[11] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন,طَاعَةُ اللهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ وَمَعْصِيَةُ اللهِ مَعْصِيَةُ الوَالِدِ 'পিতার আনুগত্যে আল্লাহর আনুগত্য রয়েছে এবং পিতার অবাধ্যতায় আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে'।[12] এই হাদীছের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী হানাফী বলেন, মাতাও এর মধ্যে শামিল। বরং মায়ের বিষয়টি আরো গুরুত্বহ। যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে,رِضَا اَللهِ فِي رِضَا اَلْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُ اَللهِ فِي سَخَطِ اَلْوَالِدَيْنِ، 'পিতা-মাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং পিতা-মাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি রয়েছে'।[13] ব্যাখ্যাকার আল্লামা মানাভী বলেন, আল্লাহ সন্তানকে পিতার আনুগত্য ও তাকে সম্মান করতে আদেশ করেছেন। অতএব যে ব্যক্তি

আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করল সে কার্যতঃ আল্লাহর সাথে সুন্দর আচরণ করল এবং তাঁকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করল। এতে আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার আদেশকে অমান্য করবে তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হবেন' ।[14]

পিতা-মাতার সেবায় জান্নাত:

পিতা-মাতার আদেশ-নিষেধ মেনে চললে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি খুশি হন এবং এই বিশেষ আমলের জন্য জান্নাত অর্জন করা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَجُلاً أَتَاهُ فَقَالَ :إِنَّ لِى امْرَأَةً وَإِنَّ أُمِّى تَأْمُرُنِىْ بِطَلاَقِهَا .قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ :الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوِ احْفَظْهُ-

আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, জনৈক ব্যক্তি তার নিকটে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে। আর আমার মা আমার স্ত্রীকে তালাক দানের নির্দেশ দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় আমি কি করব? জবাবে আবুদ্দারদা বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, 'পিতা হ'লেন জান্নাতের সর্বোত্তম দরজা। এক্ষণে তুমি তা হেফাযত করতে পার অথবা বিনষ্ট করতে পার'।[15] অত্র হাদীছে পিতা দ্বারা জিনস তথা পিতা-মাতা উভয়কে বুঝানো হয়েছে।[16]

পিতা-মাতার সেবায় বয়স ও রিযিক বৃদ্ধি পায় :

পিতা মাতার সেবা করলে হায়াতে এবং রিজিকে বরকত লাভ হয়। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِىْ عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِى رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, তার আয়ু বৃদ্ধি করা হোক এবং তার জীবিকায় প্রশস্ততা আসুক সে যেন তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করে ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে'।[17] সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ وَلاَ يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ 'তাক্বদীর পরিবর্তন হয় না দো'আ ব্যতীত এবং বয়স বৃদ্ধি হয় না সৎকর্ম ব্যতীত'।[18] অর্থাৎ যেসব বিষয় আল্লাহ দো'আ ব্যতীত পরিবর্তন করেন না, সেগুলি দো'আর ফলে পরিবর্তিত হয়। আর 'সৎকর্মে বয়স বৃদ্ধি পায়' অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির আয়ুতে বরকত লাভ হয়। যাতে নির্ধারিত আয়ু সীমার মধ্যে সে বেশী বেশী সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করে এবং তা তার আখেরাতে সুফল বয়ে আনে *(মিরক্বাত, মির'আত)*। কেননা মানুষের রূযী ও আয়ু আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যাতে কোন কমবেশী হয় না'।[19] অন্য একটি হাদীছে এসেছে, إِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ 'যে বিপদ আপতিত হয়েছে এবং যা এখনও আপতিত হয়নি সবক্ষেত্রেই দো'আ উপকার বয়ে নিয়ে আসে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমাদের জন্য আবশ্যক হ'ল দো'আ করা'।[20]

পিতা-মাতার সাথে নম্র ভাষায় কথা বলায় জান্নাত লাভ :

পিতা-মাতার সাথে এমনভাবে কথা বলতে হবে যাতে তারা কোনভাবেই কষ্ট না পান। আল্লাহর নেক বান্দাদের বৈশিষ্ট্য হ'ল তারা বিনয়ের সাথে চলে এবং নম্র ও ভদ্র ভাষায় কথা বলে। বিশেষতঃ পিতা-মাতার সাথে বিনয়ের সাথে কথা বললে জান্নাত লাভ করা যায়। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قال :كُنْتُ مَعَ النَّجَدَاتِ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لاَ أَرَاهَا إِلاَّ مِنَ الْكَبَائِرِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ :كَذَا وَكَذَا، قَالَ :لَيْسَتْ هَذِهِ مِنَ الْكَبَائِرِ، هُنَّ تِسْعٌ :اَلْإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ نَسَمَةٍ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَةِ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَإِلْحَادٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالَّذِي يَسْتَسْخِرُ وَبُكَاءُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ، ثُمَّ قَالَ لِي ابْنُ عُمَرَ :أَتَفْرَقُ النَّارَ وَتُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟ قُلْتُ :إِي وَاللهِ، قَالَ :أَحَيٌّ وَالِدُكَ؟ قُلْتُ :عِنْدِي أُمِّي، قَالَ: فَوَاللهِ لَوْ أَلَنْتَ لَهَا الْكَلاَمَ، وَأَطْعَمْتَهَا الطَّعَامَ، لَتَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ مَا اجْتَنَبْتَ الْكَبَائِرَ-

তায়সালা ইবনু মাইয়াস (রহঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপকাজ করে বসি যা আমার মতে কবীরা গুনাহর শামিল। আমি সেগুলি ইবনু ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি। (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) মানুষ হত্যা (৩) জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটানো (৫) সূদ খাওয়া (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর কসম! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক'।[21]

পিতা-মাতার সেবায় দুনিয়ায় বিপদমুক্তি :

পিতা-মাতার সেবা করলে বিপদের সময় আল্লাহ সন্তানকে সাহায্য করেন, দো'আ করলে কবুল করেন এবং বিপদে রক্ষা করেন। যেমন বনী ইস্রাঈলের জনৈক ব্যক্তি পিতা-মাতার সেবা করার কারণে বিপদে সাহায্য প্রাপ্ত হয়েছিল।

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, পূর্বকালে তিন ব্যক্তি সফরে বের হয়। পথিমধ্যে তারা মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পতিত হয়। তখন তিনজন একটি পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নেয়। হঠাৎ গুহা মুখে একটি বড় পাথর ধ্বসে পড়ে। তাতে গুহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। তিন জন সাধ্যমত চেষ্টা করেও তা সরাতে ব্যর্থ হয়। তখন তারা পরস্পরে বলতে থাকে যে, এই বিপদ থেকে রক্ষার কেউ নেই আল্লাহ ব্যতীত। অতএব তোমরা আল্লাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে জীবনে কোন সৎকর্ম করে থাকলে সেটি সঠিকভাবে

বল এবং তার দোহাই দিয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা কর। সম্ভবতঃ তিনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

তখন একজন বলল, আমার দু'জন বৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট কয়েকটি শিশু সন্তান ছিল। যাদেরকে আমি প্রতিপালন করতাম। আমি মেষপাল চরিয়ে যখন ফিরে আসতাম, তখন সন্তানদের পূর্বে পিতা-মাতাকে দুধ পান করাতাম। একদিন আমার ফিরতে রাত হয়ে যায়। অতঃপর আমি দুগ্ধ দোহন করি। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা ঘুমিয়ে যান। তখন আমি তাদের মাথার নিকট দুধের পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, যতক্ষণ না তারা জেগে ওঠেন। এ সময় ক্ষুধায় আমার বাচ্চারা আমার পায়ের নিকট কেঁদে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু আমি পিতা-মাতার পূর্বে তাদেরকে পান করাতে চাইনি। এভাবে ফজর হয়ে যায়। অতঃপর তারা ঘুম থেকে উঠেন ও পান করেন। তারপরে বাচ্চাদের পান করাই। اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، 'হে আল্লাহ্! যদি আমি এটা তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথর কিছুটা সরে গেল এবং তারা আকাশ দেখতে পেল।

অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ সৎকর্মের কথা উল্লেখ করে বলল, হে আল্লাহ! যদি আমরা এগুলি তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহ'লে তুমি আমাদের থেকে এই পাথর সরিয়ে নাও'! তখন পাথরের বাকীটুকু সরে গেল এবং আল্লাহ তাদেরকে মুক্তি দান করলেন।[23]

[1]. বুখারী হা/৩০০৪; মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭।

[2]. মুসলিম হা/২৫৪৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮০।

[3]. মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭ (৫-৬)।

[4]. আবুদাঊদ হা/২৫২৮; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮১।

[5]. আবুদাঊদ হা/২৫৩০; আহমাদ হা/১১৭৩৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮২।

[6]. ইবনু আবী শায়বাহ হা/৩৩৪৫৯; মারওয়াযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৭১, সনদ ছহীহ।

[7]. ত্বাহাবী, শারহু মুশকিলিল আছার ৫/৫৬৩; খাত্ত্বাবী, মা'আলিমুস সুনান ৩/৩৭৮।

[8]. বুখারী হা/২৭৮২; মুসলিম হা/৮৫; মিশকাত হা/৫৬৮।

[9]. মুসলিম হা/৮৫।

[10]. তিরমিযী হা/১৭০; আহমাদ হা/২৭১৪৮; মিশকাত হা/৬০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩৯৯।

[11]. তিরমিযী হা/১৮৯৯; মিশকাত হা/৪৯২৭; ছহীহাহ হা/৫১৬।

[12]. তাবারাণী, মু'জামুল আওসাত্ব হা/২২৫৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৩৯১; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০২।

[13]. শু'আবুল ঈমান হা/৭৮৩০; ছহীহুল জামে' হা/৩৫০৭; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৩।

[14]. ফায়যুল বারী হা/৪৪৫৬-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[15]. আহমাদ হা/২৭৫৫১; তিরমিযী হা/১৯০০; ইবনু মাজাহ হা/২০৮৯; মিশকাত হা/৪৯২৮; ছহীহাহ হা/৯১৪।

[16]. মিরকাত ৭/৩০৮৯, হা/৪৯২৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[17]. আহমাদ হা/১৩৪২৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৮৮।

[18]. তিরমিযী হা/২১৩৯; মিশকাত হা/২২৩৩; ছহীহাহ হা/১৫৪।

[19]. ক্বামার ৫৪/৫২-৫৩; আ'রাফ ৭/৩৪; বুখারী হা/৬৫৯৪; মুসলিম হা/২৬৪৩; মিশকাত হা/৮২ 'তাক্বদীরে বিশ্বাস' অনুচ্ছেদ।

[20]. তিরমিযী হা/৩৫৪৮; আহমাদ হা/২২০৯৭; ছহীহুল জামে' হা/৩৪০৯; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৩৪।

[21]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮, সনদ ছহীহ।

[22]. বুখারী হা/৫৯৭৪, ২৯৭২; মুসলিম হা/২৭৪৩; মিশকাত হা/৪৯৩৮ 'শিষ্টাচার সমূহ' অধ্যায়

পিতা মাতার সেবায় নবি আলাইহিমুসসালামদের, সাহাবি আজমাইনদের এবং বুজুর্গদের দৃষ্টান্ত

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর উদাহরণ

ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের পিতা একজন মুশরিক ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তার পিতার সাথে নম্র আচরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে বলেন,

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا - يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا - يَاأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا-يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا-

'যখন তিনি তার পিতাকে বললেন, হে পিতা! কেন তুমি ঐ বস্তুর পূজা কর যে শোনে না, দেখে না বা তোমার কোন কাজে আসে না? হে আমার পিতা! আমার নিকটে এমন জ্ঞান এসেছে, যা তোমার কাছে আসেনি। অতএব তুমি আমার অনুসরণ কর। আমি তোমাকে সরল পথ দেখাব। হে আমার পিতা! শয়তানের পূজা করো না। নিশ্চয়ই শয়তান হ'ল দয়াময়ের অবাধ্য। হে আমার পিতা! আমার ভয় হয় যে, (এই অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যুবরণ কর) দয়াময়ের পক্ষ হ'তে শাস্তি তোমাকে স্পর্শ করবে। আর তখন তুমি শয়তানের সাথী হয়ে পড়বে' *(মারিয়াম ১৯/৪২-৪৫)*।

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন যাকারিয়া (আঃ)-এর উদাহরণ :

ইয়াহ্ইয়া (আঃ) পিতা-মাতার সাথে সুন্দর আচরণ করতেন। প্রত্যেক নবী-রাসূলই পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা এই সৎ কাজের জন্য বিখ্যাত আল্লাহ কেবল তাদেরই নাম উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর প্রশংসা করে বলেন, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا 'আর তিনি (ইয়াহ্ইয়া) ছিলেন তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণকারী এবং তিনি উদ্ধত ও অবাধ্য ছিলেন না' *(মারিয়াম ১৯/১৪)*। অর্থাৎ তিনি পিতা-মাতার অবাধ্যতা করতেন না এবং কাউকে হত্যার মাধ্যমে তাঁর রবেরও অবাধ্যতা করেননি *(তাফসীরে দুর্রুল মানছূর ৫/৪৮৭)*। পবিত্রতা অবলম্বন, তাক্বওয়ার নীতি অবলম্বন ও পিতা-মাতার সাথে সদাচরণের কারণে আল্লাহ তা'আলা তিন সময়ে তাঁর প্রতি শান্তি বর্ষণ করেন। তার জন্মের সময়, মৃত্যুর সময় ও পুনরুত্থানের সময়।[1]

হযরত ঈসা (আঃ)-এর উদাহরণ :

ঈসা (আঃ) মায়ের সেবা করতেন। তিনি শিশুকালেই সবার সামনে বলেছিলেন, আল্লাহ আমাকে মায়ের সাথে সদাচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি এর পরেই বলছেন, আল্লাহ আমাকে অহংকারী ও হতভাগ্য করেননি। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, যার মধ্যে অহংকার রয়েছে, সে পিতা-মাতার সেবা করতে পারবে না। এজন্য আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার খেদমতকারী হিসাবে ঈসা (আঃ)-এর নাম উল্লেখ করার পর তার অহংকারী না হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঈসা (আঃ) বলেছিলেন, وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، وَبَرّاً بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّاراً شَقِيًّا- 'তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ছালাতের ও যাকাতের যতদিন আমি বেঁচে থাকি। (এবং নির্দেশ দিয়েছেন) আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে। আর তিনি আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি' *(মারিয়াম ১৯/৩২)*। 'আমার মায়ের প্রতি অনুগত থাকতে' কথার

মধ্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈসা বিনা বাপে সৃষ্ট হয়েছিলেন। কুরআনে সর্বত্র ‘ঈসা ইবনে মারিয়াম’ বলা হয়েছে তার মায়ের দিকে সম্বন্ধ করে। যা অন্য কোন নবীর শানে বলা হয়নি।

হযরত ওছমান বিন আফফান (রাঃ)-এর উদাহরণ :

রাসূল (ছাঃ)-এর জামাতা ও ইসলামের তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ) ছিলেন মায়ের প্রতি সীমাহীন সেবাপরায়ণ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُوْلُ :رَجُلانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَا أَبَرَّ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ بِأُمِّهِمَا، فَيُقَالُ لَهَا :مَنْ هُمَا؟ فَتَقُوْلُ :عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، وَحَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَأَمَّا عُثْمَانُ فَإِنَّهُ قَالَ مَا قَدَرْتُ أَنْ أَتَأَمَّلَ أُمِّي مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَأَمَّا حَارِثَةُ فَإِنَّهُ كَانَ يُفَلِّي رَأْسَ أُمِّهِ وَيُطْعِمُهَا بِيَدِهِ، وَلَمْ يَسْتَفْهِمْهَا كَلاَمًا قَطُّ تَأْمُرُ بِهِ حَتَّى يَسْأَلَ مَنْ عِنْدِهَا بَعْدَ أَنْ تَخْرُجَ :مَا قَالَتْ أُمِّيْ؟-

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর দু’জন ছাহাবী ছিলেন যারা এই উম্মতের মধ্যে সর্বাধিক মাতার প্রতি সদাচারী ছিলেন। তাকে বলা হ’ল, তারা কারা? তিনি বললেন, ওছমান বিন আফফান ও হারেছাহ বিন নু‘মান (রাঃ)। ওছমান যিনি বলেছেন, আমি ইসলাম গ্রহণের পর আমার মাকে কখনো চিন্তিত করিনি। আর হারেছা, তিনি মায়ের চুল আঁচড়িয়ে দিতেন, নিজ হাতে তাকে খাওয়াতেন এবং তাকে আদেশকৃত কোন কথা বুঝতে না পারলে জিজ্ঞেস করতেন না। বরং তার মা তার নিকট থেকে বের হ’লে মায়ের সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, আমার মা কি বললেন?[2]

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর উদাহরণ :

ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) ছিলেন মায়ের সেবাপরায়ণ। তিনি প্রায়ই মায়ের কাছে গিয়ে দেখা করতেন এবং তার জন্য দো‘আ করতেন। যেমন হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ :كُنْتُ أَرْكَبُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه إِلَى أَرْضِهِ بِالْعَقِيقِ فَإِذَا دَخَلَ أَرْضَهُ صَاحَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ :عَلَيْكِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ، تَقُولُ :وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَقُولُ :رَحِمَكِ اللهُ، رَبَّيْتِنِي صَغِيرًا، فَتَقُولُ :يَا بُنَيَّ، وَأَنْتَ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا وَرَضِيَ عَنْكَ كَمَا بَرَرْتَنِي كَبِيرًا-

আবু তালিব কন্যা উম্মে হানী (রাঃ)-এর মুক্তদাস আবু মুররা (রহঃ) বলেন, আমি আক্বীক্ব নামক স্থানে অবস্থিত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর খামার বাড়ীতে তার সাথে একই বাহনে আরোহণ করে গমন করেছিলাম। তিনি তার বাড়িতে পৌঁছে উচ্চৈঃস্বরে বলেন, عَلَيْكِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ يَا أُمَّتَاهُ ‘ওহে জননী! তোমার প্রতি শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হৌক। তার মা বলেন, তোমার প্রতিও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও তার বরকত নাযিল হৌক। আবার আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, ছোটকালে তুমি আমাকে যেভাবে রহমতের সাথে লালন-পালন করেছিলে, আল্লাহ তোমাকে সেভাবে লালন-পালন করুক। তার মা বললেন,

হে বৎস! আল্লাহ তোমাকেও উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হৌন। যেভাবে তুমি বৃদ্ধকালে আমার সাথে সদাচরণ করছ’।[3]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রতিদিন তার মাতার কাছে প্রবেশের সময় উক্ত দো‘আ পাঠ করতেন এবং তার মাও জওয়াবে দো‘আ করে দিতেন’।[4]

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوكِ الْمُصْلِحِ أَجْرَانِ، وَالَّذِى نَفْسُ أَبِى هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّى لأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ. قَالَ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا-

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ক্রীতদাস সৎ গোলামের জন্যে দু’টি পুরস্কার রয়েছে। সেই মহান আল্লাহর শপথ, যার হাতে আবু হুরায়রার জীবন! যদি আল্লাহর পথে জিহাদ করা, হজ্জ করা এবং আমার মায়ের সেবা করার দায়িত্ব আমার উপরে না থাকত, তাহলে গোলাম অবস্থায় মৃত্যু বরণকেই আমি অধিক পসন্দ করতাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা জানতে পেরেছি যে, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَكُنْ يَحُجُّ حَتَّى مَاتَتْ أُمُّهُ لِصُحْبَتِهَا আবু হুরায়রা (রাঃ) হজ্জে গমন করেননি তাঁর মায়ের মৃত্যুর আগে। কেননা তিনি সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থেকে সেবা করতেন’ *(মুসলিম হা/১৬৬৫; শু‘আবুল ঈমান হা/৮৬০২)*। উল্লেখ্য যে, আবু হুরায়রা (রাঃ) মায়ের সেবা করার কারণে যে হজ্জ থেকে বিরত ছিলেন তা ছিল নফল হজ্জ। কারণ নফল হজ্জ করা অপেক্ষা মায়ের খেদমত করা বেশী গুরুত্বপূর্ণ ও ফরয। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে বিদায় হজ্জে অংশগ্রহণ করেছিলেন’।[5]

ওসামা বিন যায়েদের উদাহরণ :

তাঁর মায়ের নাম উম্মে আয়মান। তিনি বারাকাহ নামে পরিচিত ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) ওসামাকে খুবই ভালবাসতেন। রাসূল (ছাঃ) যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স ছিল বিশ বছর।

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, كَانَتِ النَّخْلَةُ تَبْلُغُ بِالْمَدِيْنَةِ أَلْفًا، فَعَمَدَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَطَعَهَا مِنْ أَجْلِ جُمَّارِهَا، فَقِيْلَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ فَقَالَ :إِنَّ أُمِّيْ اشْتَهَتْهُ عَلَيَّ، وَلَيْسَ شَيءٌ مِنَ الدُّنْيَا تَطْلُبُهُ أُمِّيْ أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا فَعَلْتُهُ،

‘মদীনায় খেজুর বৃক্ষের মূল্য হাযার দিরহামে পৌঁছে যায়। ওসামা বিন যায়েদ একটি খেজুর গাছ কর্তনের ইচ্ছা করলেন এবং তার ডগায় মাথি থাকার কারণে গাছটি কেটে ফেললেন। তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, আমার মা তা খাওয়ার কামনা করেছিলেন। আর পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা আমার মা কামনা করার পর আমার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করব না’।[6]

ছাহাবী হারেছা বিন নু‘মানের উদাহরণ :

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকায় রাসূল (ছাঃ) তাকে জান্নাতে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেছেন। তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :نِمْتُ فَرَأَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ صَوْتَ قَارِئٍ يَقْرَأُ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا :هَذَا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ .فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :كَذَاكَ الْبِرُّ كَذَاكَ الْبِرُّ، وَكَانَ أَبَرَّ : النَّاسِ بِأُمِّهِ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, আমি ঘুমালাম। তারপর স্বপ্নে আমাকে জান্নাত দেখানো হ'ল। এরপর একজন ক্বারীর তিলাওয়াত শুনতে পেলাম। আমি বললাম, এটা কে? তারা বললেন, ইনি হারেছাহ বিন নু'মান। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, এটিই সদাচরণের পুরস্কার, এটিই সদাচরণের পুরস্কার। আর তিনি মাতার সাথে সর্বাধিক সদাচরণকারী ছিলেন'। [7]

ওয়ায়েস কারনী (রহঃ)-এর উদাহরণ :

তিনি মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেননি। এজন্য রাসূল (ছাঃ) তার প্রশংসা করেছেন এবং তার সাথে সাক্ষাৎ হ'লে তার নিকট দো'আ চাইতে বলেছেন। হাদীছে এসেছে,

উসায়ের ইবনু জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর ইবনু খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর অভ্যাস ছিল, যখন ইয়েমেনের কোন সাহায্যকারী দল তার কাছে আসত তখন তিনি তাঁদের জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কি ওয়ায়েস ইবনু আমির আছে? অবশেষে তিনি ওয়ায়েসকে পান। তখন তিনি বললেন, তুমি কি ওয়ায়েস ইবনু আমির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মুরাদ গোত্রের কারান বংশের? তিনি বললেন, হ্যাঁ। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি শ্বেত রোগ ছিল এবং তা নিরাময় হয়েছে, কেবলমাত্র এক দিরহাম স্থান ব্যতীত? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, 'তোমাদের কাছে মুরাদ গোত্রের কারান বংশের ওয়ায়েস ইবনু আমির ইয়েমেনের সাহায্যকারী দলের সঙ্গে আসবে। তার ছিল শ্বেত রোগ। পরে তা নিরাময় হয়ে গিয়েছে। কেবলমাত্র এক দিরহাম ব্যতীত। তার মা রয়েছেন। সে তাঁর প্রতি অতি সেবাপরায়ণ। এমন ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করলে আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন। কাজেই যদি তুমি তোমার জন্য তার কাছে মাগফিরাতের দো'আ কামনার সুযোগ পাও তাহ'লে তা করবে। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। তখন ওয়ায়েস (রহঃ) তার মাগফিরাতের জন্য দো'আ করলেন। এরপর ওমর (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি কোথায় যেতে চাও? তিনি বললেন, কূফা এলাকায়। ওমর (রাঃ) বললেন, আমি কি তোমার জন্য কূফার গভর্ণরের কাছে চিঠি লিখে দেব? তিনি বললেন, আমি অখ্যাত গরীব লোকদের মধ্যে থাকাই পসন্দ করি। বর্ণনাকারী বলেন, পরবর্তী বছরে তাদের অভিজাত লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি হজ্জ করতে এলে ওমর (রাঃ)-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হ'ল। তখন তিনি তাকে ওয়ায়েস কারনী (রহঃ)-এর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমি তাঁকে জীর্ণ ঘরে সম্পদহীন অবস্থায় রেখে এসেছি। তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, তোমাদের কাছে কারান বংশের মুরাদ গোত্রের ওয়ায়েস ইবনু আমির (রহঃ) ইয়েমেনের সাহায্যকারীর সেনাদলের সঙ্গে আসবে। তার

শ্বেত রোগ ছিল। সে তা থেকে আরোগ্য লাভ করে, এক দিরহাম পরিমাণ স্থান ব্যতীত। তার মা রয়েছেন, সে তার অতি সেবাপরায়ণ। যদি সে আল্লাহর নামে কসম খায় তবে আল্লাহ তা'আলা তা পূর্ণ করে দেন। তোমরা নিজের জন্য তাঁর কাছে মাগফিরাতের দো'আ চাওয়ার সুযোগ পেলে তা করবে। পরে অভিজাত সে ব্যক্তি ওয়ায়েস (রহঃ)-এর কাছে এল এবং বলল, আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। তিনি বললেন, আপনি তো নেক সফর (হজ্জের সফর) থেকে সদ্য আগত। সুতরাং আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। সে ব্যক্তি বলল, আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। ওয়ায়েস (রহঃ) বললেন, আপনি সদ্য নেক সফর থেকে এসেছেন। আপনি আমার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করুন। এরপর তিনি বললেন। আপনি কি ওমর (রাঃ)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তার জন্য মাগফিরাতের দো'আ করলেন। তখন লোকেরা তার (মর্যাদা) সম্পর্কে অবহিত হ'ল। এরপর তিনি যেদিকে মুখ যায় সেদিকে চলে গেলেন (অর্থাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন)। বর্ণনাকারী আসীর বিন জাবের (রহঃ) বলেন, আমি তাকে একখানি ডোরাদার চাদর দিয়েছিলাম। এরপর যখন কোন মানুষ তাকে দেখত তখন বলত, ওয়ায়েসের এই চাদরখানি কোথায় গেল?[8]

মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন[9] (রহঃ)-এর উদাহরণ :

ইবনু আওন বলেন, كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِذَا كَانَ عِنْدَ أُمِّهِ، خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ، وَتَكَلَّمَ رُوَيْدًا، 'মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (৩৩-১১০ হি.) যখন মায়ের নিকট থাকতেন তখন কণ্ঠস্বর নীচু করতেন এবং ধীরে ধীরে কথা বলতেন'।[10] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, হিশাম বিন হাস্সান বলেন, مَا رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يُكَلِّمُ أُمَّهُ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ يَتَضَرَّعُ- 'আমি কখনো মুহাম্মাদ ইবনু সীরীনকে তার মায়ের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলতে দেখেনি'।[11]

ইবনুল হানাফিয়্যার উদাহরণ :

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, كَانَ ابْنُ الْحَنِيفَةِ يَغْسِلُ رَأْسَ أُمِّهِ بِالْخِطْمِيِّ، وَيَمْشُطُهَا، وَيُقَبِّلُهَا، 'ইবনুল হানাফিয়া খিতমী ঘাস দ্বারা মায়ের মাথা ধুয়ে দিতেন, চিরুনি করে দিতেন এবং তাকে চুমু দিতেন'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, মাথায় খিযাব লাগিয়ে দিতেন'।[12, 13]

যাবইয়ান বিন আলীর উদাহরণ :

যাবইয়ান ইবনু আলী আছ-ছাওরী ছিলেন মায়ের পরম বাধ্যগত। তার ব্যাপারে ইতিহাসে বলা হয়েছে,

وَكَانَ مِنْ أَبَرِّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وَكَانَ يُسَافِرُ بِهَا إِلَى مَكَّةَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمٌ حَارٌّ حَفَرَ بِئْرًا، ثُمَّ جَاءَ بِنِطَعٍ فَصَبَّ فِيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ يَقُوْلُ لَهَا ادْخُلِيْ تَبَرَّدِيْ فِيْ هَذَا الْمَاءِ-

'তিনি মায়ের প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। একবার তিনি মাকে নিয়ে মক্কায় গমন করেন। একদা প্রচন্ড গরম পড়লে তিনি গর্ত খনন করে এক বালতি পানি নিয়ে আসলেন। অতঃপর তাতে পানি ঢাললেন এবং তার মাকে বললেন, এখানে প্রবেশ করে এই পানিতে নিজেকে ঠান্ডা করুন'।[14]

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর উদাহরণ :

আবু হানীফা (রহঃ) তাঁর মাতার সাথে সদাচরণ করতেন। তিনি তাঁর যাবতীয় অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখতেন। তার নিকট উজ্জ্বল চেহারায় প্রবেশ করতেন। তার কথার বিরোধিতা করতেন না। আব্দুল জাববার হাযরামী বলেন, যুর‘আ নামে একজন বক্তা আমাদের মসজিদে থাকতেন। আবু হানীফার মা একটি ফৎওয়া জানতে চাইলেন। আবু হানীফা (রহঃ) ফৎওয়া দিলে তিনি গ্রহণ না করে বললেন, যুর‘আ যে ফৎওয়া দিবেন তাই আমি গ্রহণ করব। আবু হানীফা তাকে নিয়ে যুর‘আর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন,هذه أمي تستفتيك في كذا وكذا، فَقَالَ :أنت أعلم مني وأفقه، فأفتها أنت فقال أبو حنيفة قد أفتيتها بكذا وكذا فقال زُرْعَة القول كما قَالَ أَبُو حنيفة، فرضيت وانصرفت. ‘ইনি আমার মা। এই এই বিষয়ে আপনার নিকট ফৎওয়া জানতে চান। তিনি বললেন, আপনিতো আমার থেকে বড় জ্ঞানী ও ফক্বীহ। আপনিই ফৎওয়া দিন। আবু হানীফা (রহঃ) বললেন, আমি এই এই ফৎওয়া দিয়েছি। তখন যুর‘আ সেই ফৎওয়াই দিলেন যা ইমাম আবু হানীফা দিয়েছেন। এতে তার মা খুশি হয়ে ফিরে গেলেন’।[15]

আলী বিন হুসাইনের উদাহরণ :

আলী বিন হুসাইন ছিলেন ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী (রাঃ) নাতি। তিনি অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন বলে তাকে ‘যায়নুল আবেদীন’ বা ইবাদতকারীদের শোভা বলা হয়ে থাকে। তিনি ভ্রান্ত শী‘আদের রাফেযী নাম দেন।

ইমাম যুহরী বলেন, كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ لَا يَأْكُلُ مَعَ أُمِّهِ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخَافُ أَنْ آكُلَ مَعَهَا فَتَسْبِقُ عَيْنُهَا إِلَى شَيْءٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَأَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَآكُلَهُ، فَأَكُونُ قَدْ عَقَقْتُهَا، ‘যায়নুল আবেদীন হুসাইন বিন আলী তাঁর মায়ের সাথে খেতেন না। অথচ তিনি লোকদের মধ্যে মাতা-পিতার প্রতি সর্বাধিক সদাচারী ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ’লে তিনি বলেন, আমি তার সাথে খাব আর তার দৃষ্টি খাদ্যের কোন কিছুর দিকে যাবে। আর আমি না জেনেই তা খেয়ে নিব। হতে পারে এতে আমি তার অবাধ্য হয়ে যাব’।[16]

হায়াত বিন শুরাইহ্-এর উদাহরণ :

হায়াত বিন শুরাইহ একজন বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী ছিলেন। তিনি তার কর্মের জন্য বিশেষ করে মাতৃসেবার জন্য বিখ্যাত। তিনি মিসরের অধিবাসী ছিলেন। ২২৪ হিজরীতে তাঁর মৃত্যু হয়’।[17] হায়াত বিন শুরাইহ একদিন মজলিসে তার ছাত্রদের পাঠদান করছিলেন। আর তার নিকট বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য লোকেরা ভিড় করত। তার মা এসে বললেন,قُمْ يا حيوة فاعلف الدجاج، فيقوم ويترك التعليم- ‘হে হায়াত! দাঁড়াও এবং মুরগীকে খাবার দাও। তিনি পাঠদান ছেড়ে মায়ের আদেশ পালন করলেন’। [18]

ত্বালক বিন হাবীবের উদাহরণ :

তিনি ইরাকের বছরার অধিবাসী ছিলেন। বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী তাবেঈ ও মাতা-পিতার সাথে সদাচরণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি পরহেযগার ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর’। [19]

তিনি ইবাদতগুযার ও আলেমদের অন্যতম ছিলেন। তিনি তার মায়ের মাথায় চুমু দিতেন। তিনি এমন বাড়ির ছাদের উপর দিয়ে হাঁটতেন না যার নীচে তার মা অবস্থান করতেন। এটি তার মায়ের সম্মানের জন্য করতেন'। [20]

ইয়াস বিন মু'আবিয়ার উদাহরণ :

ইয়াস বিন মু'আবিয়া বছরার কাযী ছিলেন। তিন একাধারে মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও উপমাবিদ ছিলেন। এই তাবেঈ মায়ের খেদমত করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। ১২২ হিজরীতে তিনি মারা যান'। [21]

হুমাইদ বলেন, لَمَّا مَاتَتْ أُمُّهُ بَكَى عليها فَقِيلَ لَهُ فِيْ ذَلِكَ فَقَالَ :كَانَ لِي بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ إِلَى الْجَنَّةِ فَغُلِقَ أَحَدُهُمَا

'ইয়াস বিন মু'আবিয়ার মা মারা গেলে তিনি কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, 'আমার জন্য জান্নাতের দু'টি দরজা উন্মুক্ত ছিল, যার একটি বন্ধ হয়ে গেল'।[22]

পিতা-মাতার সাথে সদাচরণকারীদের প্রশংসায় আল্লাহ বলেন, أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ 'এরাই তো তারা যাদের উত্তম আমলগুলি আমরা কবুল করি এবং মন্দকর্মগুলি মার্জনা করি। এরা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহর ওয়াদা সত্য, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছে' *(আহক্বাফ ৪৬/১৬)*।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নির্দেশ এবং রাসূল (ছাঃ) ও সালাফে ছালেহীনের নির্দেশিত পথে পিতা-মাতার খেদমতে যত্নবান ও আন্তরিক তাওফীক দান করুন- আমীন!

[1]. তাফসীর ইবনু কাছীর ৫/২১৭, সূরা মারিয়াম ১৪-১৫ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[2]. মাকারিমুল আখলাক ১/৭৫, হা/২২৩; ইবনুল জাওযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৮৬, ১/৮৫।

[3]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১৪; মাকারিমুল আখলাক হা/২২৮; মারওয়াযী, আল বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৫০, সনদ হাসান।

[4]. আল-জামে' ফিল হাদীছ হা/১৫২।

[5]. নববী, শারহু মুসলিম, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[6]. ইবনু আবিদ্দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক্ব হা/২২৫, ১/৭৬; ইবনুল জাওযী, আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল মুলূক ওয়াল উমাম হা/১২৫, ৫/৩০৭; আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৮৭; কান্ধালুভী, হায়াতুছ ছাহাবা ৩/২২৪-২২৫; ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৪/৫২; ইবনু আসাকির, তারীখে দিমাশক ৮/৮২।

[7]. আহমাদ হা/২৫২২৩ ; ইবনু হিববান হা/৭০১৫; ছহীহাহ হা/৯১৩; মিশকাত হা/৪৯২৬।

[8]. মুসলিম হা/২৫৪২; হাকেম হা/৫৭১৯।

[9]. মুহাম্মাদ ইবনু সীরিন আবুবকর আনছারী বাছরী। তিনি ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতের শেষের দিকে বছরায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর খাদেম আনাস বিন মালেকের মুক্তদাস। তিনি আবু হুরায়রা, ইবনু ওমর, ইবনু আববাস, আনাস, ইমরান বিন হুসায়েনসহ অসংখ্য ছাহাবী থেকে হাদীছ বর্ণনা

করেন এবং তার থেকে অসংখ্য তাবেঈ হাদীছ বর্ণনা করেন। তিনি ১১০ হিজরীতে হাসান বছরীর মৃত্যুর একশ দিন পর ৭৮ বছর বয়সে বছরায় মৃত্যু বরণ করেন (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৯/২৭৪; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৬০৬)।

[10]. ইবনু আবিদ-দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক ১/৭৭, হা/২২৯; ড. সাইয়েদ বিন হুসাইন আল-আফানী, ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুবিবল হিম্মাহ ৫/৬৫২।

[11]. হিলইয়াতুল আওলিয়া ২/২৭৩; ড. সাইয়েদ বিন হুসাইন আল-আফানী, ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুবিবল হিম্মাহ ৫/৬৫২।

[12]. মুহাম্মদ ইবন আলী (রহঃ) । তিনি আলী বিন আবী তালিব (রাঃ)-এর অন্যতম সন্তান ছিলেন। তিনি আবুল কাসেম এবং আবু আব্দুল্লাহ উভয় উপনামে পরিচিত । ইবনুল হানাফিয়্যাহ নামে তিনি ততোধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ওমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে জন্মগ্রহণ করেন। তার মাতা খাওলা বিনতু জা'ফর ছিলেন বানু হানীফ গোত্রের একজন মহিলা। পরিণত বয়সে তিনি আমীর মু'আবিয়া এবং আব্দুল মালেক ইবনু মারওয়ানের দরবারে গিয়েছিলেন। উষ্ট্রের যুদ্ধের দিন তিনি মারওয়ানকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন এবং তার বুকের উপর চড়ে বলেছিলেন। তিনি তাকে হত্যা করতেও চেয়েছিলেন ।কিন্তু মারওয়ান কাকুতি-মিনতি এবং আল্লাহর দোহাই দিয়ে প্রাণ ভিক্ষা চায় ।পরে তিনি তাকে ছেড়ে দেন । খলীফ। আবদুল মালিকের রাজত্বকালে তীর সাথে সাক্ষাত করতে গেলে আব্দুল মালেক এই ঘটনার উল্লেখ করেন । মুহাম্মদ ইবনু আলী ঘটনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন (ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৯/৩৮; যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/১১০)।

[13]. মাকারিমুল আখলাক, ইবনুল জাওযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৮৯, ১/৮৫; ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা ৫/২৪৬।

[14]. ইবনুল জাওযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৯৬, ১/৮৮; ইবনু আবিদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক্ব হা/২২১।

[15]. তারীখু বাগদাদ ১৩/৩৬৩; গাযী তাকীউদ্দীন বিন আব্দুল কাদের তামীমী,, আত-ত্বাবাকাতুস সুন্নিয়া ১/৩৬।

[16]. ইবনুল জাওযী, আল-বির্রু ওয়াছ ছিলাহ হা/৯০, ১/৮৬; ছালাহুল উম্মাহ ফী উলুবিবল হিম্মাহ ৫/৬৫৩।

[17]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৯/৬৩।

[18]. ত্বারতূসী, বির্রুল ওয়ালিদায়ন ৭৯ পৃঃ; ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩।

[19]. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৪/৬০১।

[20]. ত্বারতূসী, বির্রুল ওয়ালিদায়ন পৃঃ ৭৯; ছালাহুল উম্মাহ ৫/৬৫৩; মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম, উকূকুল ওয়ালিদায়ন ১/৬২; ত্বাবাকাতুল কুবরা ৭/২২৮।

[21]. আল-বিদায়াহ ওয়াল নিহায়াহ ৩/৩৩৪; ইবনু হিববান, আছ-ছিক্বাত ৪/৩৫।

[22]. আল-বির্রু হা/৬০; আল-বিদায়াহ ৯/৩৩৮; ইবনু আসাকির ১০/৩৩; তাহযীবুল কামাল ৩/৪৩৬।

সন্তানের সম্পদে পিতা-মাতার হক:

পিতা-মাতার পূর্বেই যদি সন্তান মারা যায় তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পদে পিতা-মাতার অংশীদারিত্ব রয়েছে। সন্তানের নিকট পিতা-মাতার যেমন সদাচরণ পাওয়ার অধিকার রয়েছে, তেমনি তাদের অর্থনৈতিক অধিকারও রয়েছে। এক সময় পিতা-মাতা বৃদ্ধ হয়ে যান। তারা কর্ম করে খেতে পারেন না। তাদের আয়ের উৎস বন্ধ হয়ে যায়। এমন করুণ পরিস্থিতিতে পিতা-মাতার দায়ভার নিতে হবে সন্তানকে। যেই পিতা-মাতা অক্লান্ত পরিশ্রম করে সন্তান লালন-পালন করে বড় করে তুলেছে তাদের এ বয়সে ভালো থাকার অধিকার রয়েছে। সন্তান তার সামর্থ্য অনুপাতে পিতা-মাতার জন্য খরচ করবে। সন্তান মানুষের সবচেয়ে বড় উপার্জন। সন্তানেরা একটি বৃক্ষের ন্যায়, যাদেরকে পিতা-মাতা সেবা- যত্ন করে বড় করে তুলে। সন্তান এক সময় উপার্জন করতে শেখে। বৃক্ষের ফলদানের সময় চলে আসে। এই ফল ভোগের সর্বাধিক অধিকার রাখেন পিতা-মাতা। তাই স্ত্রী ও সন্তানের পাশাপাশি পিতা-মাতার প্রয়োজনে খরচ করতে হবে।

পিতা-মাতা সন্তানের সম্পদ থেকে কি পরিমাণ ও কখন নিতে পারবেন :

পিতা-মাতা তাদের নিজেদের প্রয়োজন অনুপাতে সন্তানের সম্পদ নিতে পারবেন। বিনা প্রয়োজনে বা পিতা-মাতা সম্পদশালী হ'লে সন্তানের সম্পদ থেকে দাবী করে বা বল প্রয়োগ করে কিছুই নিতে পারবেন না। হাদীছে এসেছে, কায়েস ইবনু আবী হাযেম হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,حَضَرْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ :يَا خَلِيفَةَ رَسُوْلِ اللهِ إِنَّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي كُلَّهُ فَيَجْتَاحُهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ :مَا تَقُولُ؟ قَالَ :نَعَمْ .فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ :إِنَّمَا لَكَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ، فَقَالَ :يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، أَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ :ارْضَ بِمَا رَضِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ 'আমি একদিন আবুবকর (রাঃ) নিকট উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় একজন লোক এসে বলল, হে রাসূলের খলীফা! ইনি আমার সমুদয় সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চান। আবুবকর তখন তার পিতাকে বললেন, তুমি কি বল? সে বলল, হ্যাঁ। আবুবকর (রাঃ) তাকে বললেন, তোমার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুক তার সম্পদ থেকে গ্রহণ করার অধিকার রয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! রাসূল (ছাঃ) কি বলেননি যে, 'তুমি ও তোমার সমুদয় সম্পদ তোমার পিতার'? আবুবকর (রাঃ) বললেন, আল্লাহ যতটুকুতে খুশি হয়েছেন তুমি ততটুকুতে খুশি হও'।[1] অত্র হাদীছের সনদে মুনযির বিন যিয়াদ নামক দুর্বল বর্ণনাকারী থাকায় সনদ যঈফ হ'লেও হাদীছের মর্ম সঠিক।[2] কারণ পিতা-মাতা-সন্তানের সমুদয় সম্পদ নিতে পারবে না। তাছাড়া এর স্বপক্ষে মারফূ ছহীহ হাদীছ রয়েছে। যেমন- আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,إِنَّ أَوْلَادَكُمْ هِبَةُ اللهِ لَكُمْ، يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُوْرَ، فَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ لَكُمْ إِذَا احْتَجْتُمْ إِلَيْهَا- 'নিশ্চয় তোমাদের সন্তানেরা তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে দান। তিনি যাকে খুশি তাকে কন্যা সন্তান দান করেন, যাকে খুশি তাকে ছেলে সন্তান দান করেন। তারা ও তাদের সম্পদ তোমাদেরই যখন তোমরা সেগুলোর প্রয়োজন বোধ করবে'।[3] রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, كُلٌّ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ 'প্রত্যেক ব্যক্তি তার সম্পদে অধিক হকদার তার সন্তান, পিতা ও সকল মানুষ হ'তে'।[4] তিনি আরো বলেন, لاَ يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِطِيْبِ نَفْسِهِ، 'কোন মুসলমানের সন্তুষ্টি ছাড়া তার সম্পদ গ্রহণ করা হালাল নয়'।[5]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ) বলেন,عَلَى الْوَلَدِ الْمُوسِرِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى أَبِيهِ وَزَوْجَةِ أَبِيهِ وَعَلَى إخْوَتِهِ الصِّغَارِ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ كَانَ عَاقًّا لِأَبِيهِ قَاطِعًا لِرَحِمِهِ مُسْتَحِقًّا لِعُقُوبَةِ اللهِ تَعَالَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ- 'সচ্ছল সন্তানের উপর আবশ্যক হ'ল তার পিতার জন্য খরচ করা, তার পিতার স্ত্রীর জন্য খরচ করা ও ছোট ভাইদের জন্য খরচ করা। সে যদি এমনটি না করে তাহ'লে সে পিতার অবাধ্য, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী এবং দুনিয়া ও পরকালে আল্লাহর শাস্তির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে'।[6]

ওলামায়ে কেরাম পিতা-মাতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু শর্তারোপ করেছেন। যেমন- ১. পিতা-মাতাকে দরিদ্র হ'তে হবে, যাদের কোন সম্পদ নেই এবং কোন উপার্জনও নেই। ২. পিতা-মাতার প্রতি খরচ করার জন্য সন্তানের সামর্থ্য থাকতে হবে। ইবনু কুদামা (রহঃ) দু'টি শর্ত উল্লেখ করে বলেন, أَحَدُهُما ألاَّ يُجْحِف بِالابْنِ، ولا يضرَّ به، ولا يَأْخُذَ شَيئًا تَعَلَّقتْ به حَاجَتُه .الثَّانِي :ألا يَأْخُذَ مِن مَالِ وَلَدِه فيُعْطِيَهُ الآخَرَ، 'প্রথমত, সম্পদ নেওয়ার কারণে সন্তানের প্রতি যাতে যুলুম না হয়, এর কারণে সে যেন ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং পিতা এমন কিছু নিবেন না যা সন্তানের প্রয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট। দ্বিতীয়ত, পিতা এক সন্তানের সম্পদ নিয়ে আরেক সন্তানকে দিবেন না'।[7]

কোন কোন বিদ্বান পিতা কর্তৃক সন্তানের সম্পদ গ্রহণের জন্য ছয়টি শর্ত আরোপ করেছেন। ১. পিতা এমন সম্পদ গ্রহণ করবেন যাতে সন্তান ক্ষতিগ্রস্থ না হয় বা যে সম্পদের সন্তানের প্রয়োজন নেই। ২. অন্য সন্তানকে না দেওয়া। ৩. তাদের যে কেউ মৃত্যু রোগে আক্রান্ত না হওয়া। ৪. সন্তান মুসলিম ও পিতা কাফির না হওয়া। ৫. সম্পদ মওজুদ থাকা। ৬. মালিকানার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা'।[8]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন,وَلِأَبِيهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَحْتَاجُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الِابْنِ؛ وَلَيْسَ لِلِابْنِ مَنْعُهُ 'আর পিতা সন্তানের সম্পদে প্রয়োজনবোধ করলে তার অনুমতি ব্যতীত গ্রহণ করবে। এতে সন্তানের বাধা দেওয়ার অধিকার নেই'।[9]

সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে পিতা-মাতার অধিকার :

পিতা-মাতার পূর্বে সন্তান মারা গেলে সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পদে পিতা-মাতা ভাগ পাবেন। পিতা তিন অবস্থায় সন্তানের সম্পত্তিতে অংশীদার হবেন। ১. সন্তানের ছেলে বা ছেলের ছেলে থাকলে পিতা সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন। ২. সন্তানের স্ত্রী-সন্তান না থাকলে পিতা ওয়ারিছ ও আছাবা হিসাবে সন্তানের সমুদয় সম্পদ পাবেন। ৩. সন্তানের কেবল কন্যা সন্তান থাকলে পিতা ওয়ারিছ হিসাবে এক-ষষ্ঠাংশ ও আছাবা হিসাবে বাকী সম্পত্তি পাবেন। অপর দিকে মাতাও তিনটি ক্ষেত্রে সন্তানের সম্পত্তিতে অংশীদার হবেন। ১. সন্তানের সন্তান থাকলে মাতা সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন, ২. সন্তানের কোন সন্তান ও ভাই-বোন না থাকলে মাতা সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পাবেন ৩. সন্তানের একাধিক ভাই-বোন থাকলে মাতা সম্পদের এক-ষষ্ঠাংশ পাবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا-

'মৃতের পিতা-মাতার প্রত্যেকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের এক ভাগ করে পাবে, যদি মৃতের কোন পুত্র সন্তান থাকে। আর যদি না থাকে এবং কেবল পিতা-মাতাই ওয়ারিছ হয়, তাহ'লে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ। কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১১)*।

[1]. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮০৬; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৬৭৭১; ইরওয়া ৩/৩২৮।

[2]. মু'জামুল আওসাত হা/৮০৬; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৫৩২; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৬৭৭১; ইরওয়া ৩/৩২৮।

[3]. হাকেম হা/৩১২৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৫২৩; ছহীহাহ হা/২৫৬৪।

[4]. সুনানু সাঈদ ইবনু মানছূর হা/২২৯৩; বায়হাকী, সুনানুল কুবরা হা/১৫৫৩১; ছুগরা হা/২৩১৩; বর্ণনাটি মুরসাল।

[5]. আহমাদ হা/২০৭১৪; দারাকুৎনী হা/৯১-৯২; মিশকাত হা/২৯৪৬; ছহীহুল জামে' হা/৭৬৬২।

[6]. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/১০১।

[7]. আল-মুগনী ৬/৬২।

[8]. মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম আলে শায়খ, ফাতাওয়া ওয়া রাসায়েল ৯/২২১।

[9]. মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/১০২।

মৃত্যুর পর পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পিতা-মাতা মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দো'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অছিয়ত পূরণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানত পূর্ণ করা, ঋণ পরিশোধ করা, কাযা ছাওম পালন করা, বদলী হজ্জ আদায় করা ও দান-ছাদাক্বাহ করা ইত্যাদি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ: نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا-

আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালিমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো'আ করা (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয় ও (৫) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান করা'।[1]

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর করণীয় হ'ল- তাদের জানাযার ছালাত আদায় করা, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের মৃত্যুর পর তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করা, তাদের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাদের প্রিয় মানুষদের শ্রদ্ধা করা। পূর্বোক্ত হাদীছে ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য জানাযার ছালাত অথবা দো'আ করা। হানাফী বিদ্বান মোল্লা আলী কারী (রহঃ) বলেন, ছালাত দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাদের জন্য আল্লাহর রহমতের দো'আ করা। ইসতিগফার দ্বারা উদ্দেশ্য হ'ল তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করা অর্থ হ'ল তাদের অছিয়ত বাস্তবায়ন করা। তাদের কারণে সৃষ্ট আত্মীয়ের বন্ধন অটুট রাখার অর্থ হ'ল নিকটাত্মীয়ের প্রতি ইহসান করা। বায়হাক্বীর এক বর্ণনার শব্দগুলো নিম্নরূপ :

وَصِلَةُ رَحِمِهِمَا الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَقَالَ مَا أَكْثَرَ هَذَا وَأَطْيَبَهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ فَاعْمَلْ بِهِ فَإِنَّهُ يَصِلُ إِلَيْهِمَا-

অর্থাৎ আর তাদের সাথে বন্ধন অটুট রাখ যাদের সাথে তোমার পিতা-মাতার বন্ধন রয়েছে। নবী (ছাঃ)-এর কথা শুনে লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কতই তাৎপর্যপূর্ণ ও পবিত্র বাণী!। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতএব তুমি এর প্রতি আমল কর তাহ'লে এর মাধ্যমে মৃত্যুর পরও তোমার পিতা-মাতার নিকট এর ছওয়াব পৌঁছবে।[2]

মৃত্যুর পর পিতা-মাতার প্রতি করণীয় বিষয়গুলো নিম্নে আলোচন করা হ'ল-

(ক) পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা :

পিতা-মাতার জন্য সকলকে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা পিতা-মাতার জন্য দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং দো'আ করার আদেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন, رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً 'হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন' *(বনী ইসরাঈল ১৭/২৪)*। মৃত্যুর পর মানুষের তিনটি আমল জারী থাকে, তার মধ্যে সৎ সন্তানের দো'আ সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বা জারিয়াহ (২) উপকারী ইলম এবং (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[3]

এর ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন, (১) ছাদাক্বায়ে জারিয়াহ। যেমন মসজিদ, মাদরাসা, ইয়াতীমখানা, রাস্তা ও বাঁধ নির্মাণ, অনাবাদী জমিকে আবাদকরণ, সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও হাসপাতাল স্থাপন, বই ক্রয় করে বা ছাপিয়ে বিতরণ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি। (২) ইলম, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়। যা মানুষকে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহর পথ দেখায় এবং যাবতীয় শিরক ও বিদ'আত হ'তে বিরত রাখে। উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে শিক্ষাদান করা, ইসলামী শিক্ষা বিস্তারে সহযোগিতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন বই-প্রবন্ধ লেখা, ছাপানো ও বিতরণ করা এবং এজন্য অন্যান্য স্থায়ী প্রচার মাধ্যম স্থাপন ও পরিচালনা করা ইত্যাদি। (৩) সুসন্তান, যে তার জন্য দো'আ করে'। মৃতের জন্য সর্বোত্তম হাদিয়া হ'ল সুসন্তান, যে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, ছাদাক্বা করে, তার পক্ষ হ'তে হজ্জ করে ইত্যাদি।

অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, سَبْعٌ يَجْرِي لِلْعَبْدِ أَجْرُهُنَّ بَعْدَ مَوْتِهِ وَهُوَ فِي قَبْرِهِ :مَنْ عَلَّمَ عِلْمًا، أَوْ أَجْرَى نَهَرًا، أَوْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ غَرَسَ نَخْلًا، أَوْ بَنَى مَسْجِدًا، أَوْ تَرَكَ وَلَدًا يَسْتَغْفِرُ لَهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، أَوْ، وَرَّثَ مُصْحَفًا 'মৃত্যুর পর কবরে থাকা অবস্থায় বান্দার সাতটি আমল জারী থাকে। (১) দ্বীনী ইলম শিক্ষা দান করা (২) নদী-নালা প্রবাহিত করা (৩) কূপ খনন করা (৪) খেজুর তথা ফলবান বৃক্ষ রোপণ করা (৫) মসজিদ নির্মাণ করা (৬) এমন সন্তান রেখে যাওয়া, যে পিতার মৃত্যুর পর তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (৭) কুরআন বিতরণ করা/কুরআনের ওয়ারিছ রেখে যাওয়া'।[4] এটি পূর্বের হাদীছের ব্যাখ্যা স্বরূপ।

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে, আবু উমামাহ আল বাহিলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, أَرْبَعَةٌ تَجْرِى عَلَيْهِمْ أُجُورُهُمْ بَعْدَ الْمَوْتِ مُرَابِطٌ فِى سَبِيلِ اللهِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً أُجْرِىَ لَهُ مِثْلُ مَا عَمِلَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَجْرُهَا لَهُ مَا جَرَتْ وَرَجُلٌ تَرَكَ وَلَداً صَالِحاً فَهُوَ يَدْعُو لَهُ 'যে, চারটি বিষয়ের ছওয়াব প্রাপ্তি মানুষের মৃত্যর পরও অব্যাহত থাকে। ১. আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত প্রহরী, ২. ব্যক্তির এমন (মাসনূন) আমল যা অন্যেরাও অনুসরণ করে, ৩. এমন ছাদাক্বা যা সে স্থায়ীভাবে জারী করে দিয়েছে, ৪. এমন নেক সন্তান রেখে যাওয়া যে তার জন্য দো'আ করে'।[5] প্রখ্যাত তাবেঈ আতা (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ أَرْبَعٌ الْعِتْقُ وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ. 'মৃতের পক্ষ হতে চারটি কাজ করণীয়: গোলাম আযাদ করা, ছাদাক্বা করা, হজ্জ করা এবং ওমরা করা'।[6]

উল্লেখ্য যে, সৎ সন্তান দো'আ না করলেও তার সৎ কর্মের ছওয়াব পিতা-মাতা পাবেন বলে একদল বিদ্বান উপরোক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় মন্তব্য পেশ করেছেন *(আলবানী, আহকামুল জানায়েয ১/৭৬)*।

সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয় :

পিতা-মাতার জন্য সন্তান একটি বড় নে‘মত। তাই সন্তানকে আদর্শবান করে গড়ে তুলতে পারলে পৃথিবীতে সে যেমন পিতা-মাতার জন্য চক্ষু শীতলকারী হবে, তেমনি পরকালে নাজাতের কারণ হবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ’ল? তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে’।[7] (وَلَدِكَ لَكَ) শব্দটি ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এখানে ولد দ্বারা মুমিন সন্তান উদ্দেশ্য। আর এটি বিবাহের উপকারসমূহের একটি উপকার ও সর্বাপেক্ষা বড় উপকার এবং ঐ বস্তুসমূহের একটি যা পুণ্য এবং কর্ম থেকে মরণের পর মুমিন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। যেমন হাদীছে এসেছে। আল্লামা ত্বীবী বলেন, পূর্বোক্ত হাদীছটি এ প্রমাণ বহন করছে যে, ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা বড় বড় গুনাহ মোচন করা হয়’।[8]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: تُرْفَعُ لِلْمَيِتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ: وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। তখন সে বলবে, হে প্রভু! এই মর্যাদা কীভাবে হ’ল? তাকে বলা হবে, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে’।[9]

অন্য একটি আছারে এসেছে,

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِأُمِّي، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ لِي مُحَمَّدٌ: فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ-

প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে, আমার মাকে এবং তাদের দু’জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের সকলকে তুমি ক্ষমা কর’। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, আমরা আবু হুরায়রার দো‘আয় শামিল হওয়ার আশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি’।[10]

পিতা-মাতার জন্য নবী-রাসূলগণের দো‘আ : সকল নবী-রাসূল তাদের পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের দো‘আর কিছু নমুনা কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। পিতা-মাতার জন্য তাদের কিছু দো‘আ নিম্নে পেশ করা হ’ল।-

সুলায়মান (আঃ)-এর দো‘আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِىْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ-

উচ্চারণ : *রাব্বি আওঝি‘নী আন্ আশ্‌কুরা নি‘মাতাকা-ল্লাতী আন্‘আম্তা ‘আলাইয়্যা ওয়া ‘আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ‘মালা ছা-লিহান্ তারযা-হু ওয়া আদ্খিল্নী বিরাহ্মাতিকা ফী ‘ইবা-দিকাছ ছা-লিহীন।*

অর্থ : ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে‘মত তুমি দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর’ *(নামল ১৬/১৯)*।

নূহ (আঃ)-এর দো‘আ :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ-

উচ্চারণ : ‘রাব্বিগ্ফির্লী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বায়তিয়া মুমিনাও ওয়া লিল মু’মিনীনা ওয়াল মু’মিনাত’।

‘হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে বিশ্বাসী হয়ে প্রবেশ করবে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন’ *(নূহ ৭১/২৮)*।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দো‘আ :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

উচ্চারণ : *রব্বানাগফিরলী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিল মু‘মিনীনা ইয়াওমা ইয়ক্বূমুল হিসা-ব।*

‘হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে’ *(ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)*।

সৎ বান্দাদের পিতা-মাতার জন্য দো‘আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِىْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ، إِنِّىْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

উচ্চারণ: *রাব্বি আওযি‘নী আন্ আশ্‌কুরা নি‘মাতাকাল্লাতী আন‘আম্তা ‘আলাইয়্যা ওয়া ‘আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ‘মালা ছা-লিহান্ তারযা-হু ওয়া আছলিহ্লী ফী যুররিইয়্যাতী, ইন্নী তুব্তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন।*

অর্থ : ‘হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার নে‘মতের শোকর আদায় করি। যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করি। আমার পিতা-মাতাকে সৎকর্মপরায়ণ কর, আর সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ কর। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম। আমি তোমার একান্ত একজন আজ্ঞাবহ’ *(আহক্বাফ ৪৬/১৫)*। উপরোক্ত সকল দো‘আ নিজের জন্য, পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের জন্য করা যাবে।

পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত সর্বদা তাদের জন্য দো'আ করা :

পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দো'আ করা ও তাদের জন্য দান-ছাদাক্বাহ করা উত্তম কাজ। তারা যেমন মৃত্যুর পর দো'আ পাওয়ার অধিকার রাখেন, তেমনি জীবিত থাকা অবস্থাতেও সেই অধিকার রাখেন। এটি সদ্ব্যবহারের অন্যতম মাধ্যম।[11] কাযী ইয়ায বলেন, لَا نَعْرِفُ رِوَايَةً بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ 'দো'আর ক্ষেত্রে পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত থাকার মাঝে পার্থক্য রচনাকারী কোন বর্ণনা আছে বলে আমরা জানি না'।[12] অর্থাৎ পিতা-মাতার জন্য জীবিত ও মৃত্যু পরবর্তী উভয় অবস্থায় দো'আ করতে হবে।

(খ) ঋণ পরিশোধ করা :

পিতা-মাতার ঋণ থাকলে সন্তানরা সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। কারণ ঋণ এমন এক বোঝা যা ঋণদাতা ব্যতীত কেউ হালকা করতে পারবে না। সেজন্য পিতা-মাতার যাবতীয় সম্পদ দ্বারা হ'লেও তাদের ঋণ পরিশোধ করবে, সামর্থ্য না থাকলে ঋণদাতার নিকট থেকে মাফ করিয়ে নিবে। মাফ না করলে দাতাদের সহযোগিতা নিয়ে হ'লেও তা পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। কারণ ঋণ মাফ হবে না। আল্লাহ্ তা'আলা মাইয়েতের সম্পদ বণ্টনের পূর্বে ঋণ পরিশোধের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا 'অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের পিতা ও পুত্রদের মধ্যে কে তোমাদের জন্য অধিক উপকারী, তা তোমরা জানো না। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত অংশ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়' *(নিসা ৪/১১)*। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়'।[13]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহ্ই মাফ করে দেওয়া হবে'।[14]

অন্য আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً، فَعَلَيْنَا قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ 'আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যে ব্যক্তি ঋণের বোঝা নিয়ে মারা যায় আর ঋণ পরিশোধ করার মত সম্পদ রেখে না যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য'।[15]

ঋণ দু'প্রকার : ১. যে ব্যক্তি তার ওপর থাকা ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুবরণ করল, আমি তার অভিভাবক।

২. যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধের ইচ্ছা না করে (আত্মসাৎ করার ইচ্ছায়) মৃত্যুবরণ করল। এর কারণে সেদিন তার নেকী হ'তে কর্তন করা হবে, যেদিনে কোন দিরহাম ও দীনার থাকবে না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যদি কেউ খণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যেত এবং খণ পরিশোধের দায়িত্ব কেউ না নিত, সেক্ষেত্রে রাসূল (সাঃ) তাঁর জানাযার ছালাত আদায় করতেন না। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে বিজয় দান করলেন এবং ইসলামী রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হ'ল তখন তিনি রাষ্ট্রের প্রজাদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা করেন, 'আমি মুমিনদের নিকট তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়'। ফলে ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব তিনি নিজেই নিয়ে নেন। সুতরাং বর্তমান শাসক গোষ্ঠীর ভাবা উচিত তাদের উপর রাষ্ট্রের প্রজাদের কী দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। আর এটা যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের একটি।[16]
জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, تُوُفِّىَ رَجُلٌ فَغَسَّلْنَاهُ وَحَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عَلَيْهِ فَقُلْنَا تُصَلِّى عَلَيْهِ. فَخَطَا خُطًى ثُمَّ قَالَ :أَعَلَيْهِ دَيْنٌ. قُلْنَا دِينَارَانِ. فَانْصَرَفَ فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ فَأَتَيْنَاهُ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ الدِّينَارَانِ عَلَىَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُحِقَّ الْغَرِيمُ وَبَرِئَ مِنْهُمَا الْمَيِّتُ. قَالَ نَعَمْ. فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ مَا فَعَلَ الدِّينَارَانِ. فَقَالَ إِنَّمَا مَاتَ أَمْسِ. قَالَ َعَادَ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ قَدْ قَضَيْتُهُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ- 'জনৈক লোক মারা গেলে আমরা তাকে গোসল দিয়ে সুগন্ধি মাখিয়ে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম। যাতে তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করেন। আমরা তাঁকে জানাযার ছালাত আদায়ের জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি এক কদম এগিয়ে বললেন, তার কোন ঋণ আছে কি? আমরা বললাম, দু' দীনার রয়েছে। তিনি ফিরে গেলেন। আবু কাতাদা তা পরিশোধ করলে চাইলে আমরা তাঁর নিকট আসলাম। আবু কাতাদা বললেন, দু'দীনার পরিশোধের দায়িত্ব আমার। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাহলে ঋণী অধিকার প্রাপ্ত হলেন এবং মাইয়েত তা থেকে দায়মুক্ত হলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ। এরপর তিনি তার জানাযার ছালাত আদায় করলেন। একদিন পর রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, দীনার দু'টির কী হয়েছে? তিনি বললেন, তিনি তো গতকাল মারা গেছেন। তিনি পরের দিন তাঁর নিকট ফিরে এসে বললেন, দু'দীনারের ঋণ আমি পরিশোধ করছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ 'এখন তার চামড়া ঠান্ডা হ'ল'।[17]

(গ) অছিয়ত পূর্ণ করা :

পিতা-মাতার কোন ন্যায়সঙ্গত অছিয়ত থাকলে তা পালন করা সন্তানদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ'লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর *(নিসা ৪/১১)*। ... কাউকে কোনরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল' *(নিসা ৪/১২)*। তিনি আরো বলেন,كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ، 'তোমাদের কারু যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন যদি সে কিছু ধন-সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হ'ল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ানুগভাবে। এটি আল্লাহভীরুদের জন্য আবশ্যিক

বিষয়' *(বাক্বারাহ ২/১৮০)*।[18] একজন ব্যক্তি তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ অছিয়ত করতে পারে। এর বেশী করলে তা পালন করা যাবে না'।[19] তবে অছিয়ত ওয়ারিছদের জন্য নয়।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ۞

আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোন ওয়ারিছের জন্য অছিয়ত নেই'।[20]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ عَادَنِى رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ شَكْوَى، أَشْفَيْتُ مِنْهَا عَلَى الْمَوْتِ، فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ بَلَغَ بِى مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلاَ يَرِثُنِى إِلاَّ ابْنَةٌ لِى وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِى قَالَ :لاَ قُلْتُ فَبِشَطْرِهِ قَالَ :الثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِى بِهَا وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ أُجِرْتَ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِى فِى امْرَأَتِكَ .قُلْتُ أَأُخَلَّفُ بَعْدَ أَصْحَابِى قَالَ :إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِى بِهِ وَجْهَ اللهِ، إِلاَّ ازْدَدْتَ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُوْنَ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأَصْحَابِى هِجْرَتَهُمْ، وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ، لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ .قَالَ سَعْدٌ رَثَى لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَنْ تُوُفِّىَ بِمَكَّةَ-

আমের বিন সা'দ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা'দ বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে পড়ছিলাম। নবী করীম (ছাঃ) সে সময় আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে রোগাক্রান্ত, তাতো আপনি দেখছেন। আমি একজন ধন্যাঢ্য লোক। আমার এক মেয়ে ব্যতীত কোন ওয়ারিছ নেই। তাই আমি কি আমার দুইতৃতীয়াংশ মাল ছাদাক্বাহ করে দিতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন, না। এক-তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিছদের মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ানোর মত অভাবী রেখে যাওয়ার চেয়ে তাদের সম্পদশালী রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লোকমাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। আমি বললাম, তা হ'লে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকব? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু নেক আমল করো না কেন, এর বদলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে। আশা করা যায় যে, তুমি আরও কিছু দিন বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা অনেক কওম উপকৃত হবে। আর অনেক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর তিনি দো'আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার ছাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন। আর তাদের পেছনে ফিরে যেতে দেবেন না। কিন্তু সা'দ ইবনু খাওলার দুর্ভাগ্য। (কারণ তিনি বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় মারা যান) সা'দ বলেন, মক্কায় তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন'।[21]

(ঘ) মানত পূর্ণ করা :

পিতা-মাতার কোন শরী‘আতসম্মত মানত থাকলে তা পালন করা সন্তানের জন্য আবশ্যক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما :قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ :يَا رَسُوْلَ اللهِ !إِنَّ أُمِّىْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُوْمُ عَنْهَا قَالَ :أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيْهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا .قَالَتْ ِ نَعَم قَالَ :فَصُومِىْ عَنْ أُمِّكِ

ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের ছাওমের কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হ’তে এ ছাওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহ’লে তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হ’তে আদায় হ’ত কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘তোমার মায়ের পক্ষ হ’তে তুমি ছাওম পালন কর’।[22]

(ঙ) কাফ্ফারা আদায় করা :

পিতা-মাতার উপর কোন কাফফা্রা থাকলে সন্তান তা আদায় করবে। তা কসমের কাফ্ফারা হ’তে পারে বা ভুলবশতঃ হত্যার কাফ্ফারাও হ’তে পারে। কারণ এগুলো পিতা-মাতার ঋণের অর্ন্তভুক্ত। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللهُ أَنْ تَصُوْمَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُوْمَ عَنْهَا-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করল, আল্লাহ তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে একমাস ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছিয়াম পালনের পূর্বেই সে মারা গেল। তার মেয়ে অথবা বোন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন’।[23]

(চ) ফরয ছিয়াম, মানতের ছিয়াম এবং বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন করা :

ফরয ছিয়াম যা সফর কিংবা রোগের কারণে আদায় করতে পারেনি। পরবর্তীতে আদায় করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করায় কাযা আদায় করতে পারেনি। এমন ছিয়াম নিকটতম আত্মীয়রা আদায় করে দিবে। আর যদি কোন ব্যক্তি মারাত্মক রোগের কারণে রামাযানের ছিয়াম পালনে অক্ষম হয় এবং রামাযানের পরেও মৃত্যু অবধি সুস্থ হতে না পারে তাহ’লে তার ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এমন সময় তার জন্য ছিয়াম ফরয নয়। আর যদি কেউ চির রোগী হয় যার সুস্থ হওয়ার সম্ভবনা নেই। সে নিজে বা তার আত্মীয়রা প্রতিদিন একজন করে মিসকীনকে খাবার খাওয়াবে। অনুরূপভাবে সম্পদশালী পিতা-মাতা যদি হজ্জ সম্পাদন না করে মারা যায় এবং পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে যায় তাহ’লে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ ও ওমরা পালন সমীচীন।[24] যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'ছিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহ'লে তার নিকটাত্মীয় তার পক্ষ হ'তে ছিয়াম আদায় করবে'।[25]

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ :وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ .قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ !إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ :صُومِى عَنْهَا .قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا-

বুরায়দা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে আমি বসা ছিলাম। এমন সময় তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ছাওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং উত্তরাধিকার স্বত্ব দাসীটি তোমাকে ফেরত দিয়েছে। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক মাসের ছিয়াম আদায় করা তার বাকী আছে, তার পক্ষ হ'তে আমি কি ছিয়াম আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, তার পক্ষে তুমি ছিয়াম আদায় কর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কখনও তিনি হজ্জ করেননি। তার পক্ষ হ'তে কি আমি হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে তুমি হজ্জ আদায় কর'।[26] অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ :أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيْكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ :نَعَمْ، قال :حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একজন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলল, (হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা হজ্জ পালন না করে মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি তোমার পিতার উপর ঋণ থাকত, তাহ'লে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন কর'।[27]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ !إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيْهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ :لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا .قَالَ نَعَمْ .قَالَ :فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এক মাসের ছিয়াম যিম্মায় রেখে মারা গেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ হ'তে এ ছিয়াম কাযা করতে পারি? তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর ঋণ থাকত তাহ'লে কি তুমি তা আদায় করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করাই হ'ল অধিক উপযুক্ত'।[28]

অন্য একটি বর্ণনায় হজ্জের সাথে ওমরার কথাও উল্লেখ আছে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ !إِنَّ أَبِىْ شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَلاَ الظَّعْنَ .قَالَ :حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ-

আবু রাযীন আল-উক্বায়লী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, তিনি একবার নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ, হজ্জ ও ওমরা করার সামর্থ্য রাখে না এবং বাহনে বসতে পারেন না। তিনি বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ হ'তে হজ্জ ও ওমরা পালন কর'।[29]

(ছ) পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল আচরণ করা :

পিতা-মাতার সাথে তাদের জীবদ্দশায় ভাল সম্পর্ক ছিল এমন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ 'সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার ইন্তিকালের পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে'।[30]

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি, যতটুকু খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) তার কথা অধিক সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবেহ করে গোশতের পরিমাণ বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করে হ'লেও খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সুরে নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদীজা (রাঃ) ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নেই। প্রত্যুত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, তার গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল'।[31] অন্য বর্ণনায় রয়েছে,وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِى فِى خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ، 'কোন দিন তিনি বকরী যবেহ করলে খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের নিকট এমন পরিমাণ গোশত নবী করীম (ছাঃ) হাদিয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হত'।[32] আরেক বর্ণনায় রয়েছে,إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُوْلُ أَرْسِلُوْا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيْجَةَ، 'রাসূল (ছাঃ) যখন বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন, এ গোশত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও'।[33]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَكَ اللهُ إِنَّهُمُ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ :إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ-

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত যে, মক্কার এক রাস্তায় তার সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হ'ল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সালাম দিয়ে স্বীয় গাধার পিঠে সওয়ারী করে নিলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ী তাকে দান করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা

ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচ্ছে তার পিতার বন্ধুজনের সঙ্গে সদাচরণের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা'।[34]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'এ হাদীছ পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের আত্মীয়-স্বজন বা প্রিয় মানুষদের প্রতি সদাচরণকে সর্বোত্তম নেকীর কাজ হিসাবে আখ্যা দিয়েছে। আর এসব লোকের প্রতি সদাচরণের কারণ হ'ল তারা পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব বা প্রিয় মানুষ। আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে এমন সব আত্মীয়কে বুঝায় যাদের মাঝে বংশীয় সম্পর্ক বিদ্যমান, চাই তারা একে অপরের ওয়ারিছ হোক বা না হোক'।[35]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ، قَالَ :قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ، فَأَتَانِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فقَالَ :أَتَدْرِيْ لِمَ أَتَيْتُكَ؟ قَالَ :قُلْتُ :لاَ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِيْ قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِيْ عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيْكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ-

আবু বুরদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমন করলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আমার নিকট এসে বললেন, আমি তোমার নিকট কেন এসেছি তা তুমি কি জান? সে বলল, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তার কবরস্থ পিতার সাথে সদাচরণ করতে চায় সে যেন তার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। আর আমার পিতা ওমর (রাঃ) ও তোমার পিতার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আর আমি সেই সম্পর্ক বহাল রাখতে পসন্দ করছি'।[36]

(জ) দান-ছাদাক্বাহ করা :

পিতা-মাতার জন্য সন্তান দো'আ করা ছাড়াও দান-ছাদাক্বাহ করবে। এতে দানকারীও ছওয়াব পাবে। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّىْ أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِى أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ :نَعَمْ-

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হ'লে কিছু ছাদাক্বাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হ'তে ছাদাক্বাহ করলে আমার জন্য কোন ছওয়াব রয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ'।[37]

হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, অত্র হাদীছের বাহ্যিক অর্থ থেকে বুঝা যায়, তিনি কথা বলতে সক্ষম হননি তাই ছাদাক্বাও দেননি। সাঈদ বিন সা'দ বিন উবাদাহ হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা'দ বিন উবাদাহ নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে গমন করলেন। ইত্যবসরে সা'দের মায়ের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল। তখন তাকে বলা হ'ল, আপনি অছিয়ত করেন। তিনি বললেন, কিসের অছিয়ত করব? ধন-সম্পদ যা আছে তাতো সা'দের। সা'দ ফিরে আসার পূবেই তিনি মারা গেলেন। সা'দ ফিরে আসলে বিষয়টি তাকে বলা হ'ল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করলে এতে

তার উপকার হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা‘দ (রাঃ) বললেন, অমুক অমুক বাগান তার জন্য ছাদাক্বাহ। তিনি বাগানটির নাম উল্লেখ করেছিলেন’।[38]

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ জায়েয এবং এতে মৃত ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে। বিশেষ করে ছাদাক্বাহ যখন মৃত ব্যক্তির সন্তান করবেন তখন আরো বেশী ছওয়াব হবে। অনুরূপভাবে দো‘আও পেŠঁছবে। সুতরাং সন্তানের পক্ষ থেকে এই কাজগুলো পিতা-মাতার জন্য আঞ্জাম দেওয়া হ’লে পিতা-মাতা ছওয়াব তো পাবেন। পাশাপাশি দানকারী সন্তানও ছওয়াব পাবেন।

হাদীছটি থেকে আরো বুঝা যায় যে, যিনি বা যারা হঠাৎ মারা গেলেন তাদের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা মুস্তাহাব। অন্য বর্ণনায় রয়েছে,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّىْ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ فَتَصَدَّقِىْ عَنْهَا-

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বাহ ও দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করি তবে তিনি কি এর ছওয়াব পাবেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ কর’।[39] যেমন অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ، وَأَنَا غَائِبٌ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ :فَإِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الَّذِيْ بِالْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা‘দ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা মারা গেছেন আর তখন আমি সেখানে অনুপস্থিত ছিলাম। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু ছাদাক্বা করি, তাহ’লে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা‘দ (রাঃ) বললেন, তাহ’লে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি মিখরাফ নামক স্থানে অবস্থিত আমার বাগানটি তাঁর জন্য ছাদাক্বা করলাম’।[40] অন্য বর্ণনায় এসেছে, সা‘দ বিন ওবাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ) কে বললাম, হে আল্লাহর রসূল!إِنَّ أُمَّ سَعْدٍ مَاتَتْ فَأَىُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ :الْمَاءُ. قَالَ فَحَفَرَ بِئْرًا وَقَالَ هَذِهِ لأُمِّ سَعْدٍ. ‘উম্মে সা‘দ (আমার মা) মারা গেছে। অতএব তার জন্য কোন ছাদাক্বা সবচেয়ে উত্তম হবে? তিনি বললেন, পানি। বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সা‘দ (রাঃ) একটি কুয়া খনন করে বললেন, এটি সা‘দের মায়ের জন্য ছাদাক্বা’।[41]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ نَذَرَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَنْحَرَ مِائَةَ بَدَنَةٍ وَأَنَّ هِشَامَ بْنَ الْعَاصِ نَحَرَ حِصَّتَهُ خَمْسِينَ بَدَنَةً وَأَنَّ عَمْراً سَأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا أَبُوكَ فَلَوْ كَانَ أَقَرَّ بِالتَّوْحِيدِ فَصُمْتَ وَتَصَدَّقْتَ عَنْهُ نَفَعَهُ ذَلِكَ ‘আস ইবনে ওয়ায়েল জাহেলী যুগে একশো উট যবাহ করার মানত করেছিল। অতপর (তার ছেলে) হিশাম তার পক্ষ থেকে ৫০টি উট যবাহ করে। আর তার (আরেক ছেলে) আমর (বাকি ৫০টি অপর ছেলে আমর যবাহ করতে চান) এ ব্যাপারে নবী

(ছাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তোমার পিতা যদি তাওহীদ স্বীকার করত আর তুমি তার পক্ষ থেকে ছিয়াম রাখতে বা ছাদাক্বা করতে, তবে এটি তার উপকারে আসত’।[42]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ الصَّدَقَةِ عَنْ الْمَيِّتِ وَاسْتِحْبَابُهَا وَأَنَّ ثَوَابَهَا يَصِلُهُ وَيَنْفَعُهُ وَيَنْفَعُ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضًا وَهَذَا كُلُّهُ أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ‘এই হাদীছে মৃতের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করা জায়েয ও মুস্তাহাব হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে। আর এর ছওয়াব মৃতের নিকট পৌঁছে এবং এতে সে উপকৃত হয়, উপকৃত হয় ছাদাক্বাকারীও। আর এসকল বিষয়ে মুসলমানদের ঐক্য রয়েছে’। [43]

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, ‘আর ছাদাক্বা ও ছওমের ছওয়াব মুসলিম পিতা, অনুরূপ মুসলিম মাতার মৃত্যুর পর তাদের আমলনামায় যোগ হওয়া ও তাদের নিকট এর ছওয়াব পৌঁছার ব্যাপারে হাদীছে দলীল রয়েছে। তারা অছিয়ত করুক বা না করুক। কারণ সন্তান পিতা-মাতারই উপার্জন। তাছাড়া এটি আল্লাহ তা‘আলার বাণী, ‘মানুষ কিছুই পায় না তার চেষ্টা ব্যতীত’ *(নাজম ৫৩/৩৯)* এর মধ্যে শামিল। অর্থাৎ সন্তান পিতার চেষ্টার অংশ। ফলে সন্তান যে সৎ কর্ম করবে তা পিতারই অংশ’।[44] তিনি আরো বলেন, ‘আর জেনে রাখুন, এ বিষয়ে বর্ণিত সকল হাদীছ এসেছে বিশেষভাবে সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার জন্য। সুতরাং নিকটাত্মীয়ের পক্ষ থেকে সকল মৃতের জন্য ছওয়াব প্রেরণ করার দলীল গ্রহণ করা বিশুদ্ধ নয়। যেমন ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) অধ্যায় রচনা করেছেন ‘মৃতদের জন্য নিকটাত্মীয়দের ছওয়াব বখশানো’ অধ্যায়। কারণ উক্ত দাবী দলীল অপেক্ষা ব্যাপক। আর এমন কোন দলীল আসেনি যে, জীবিতদের হাদিয়াকৃত সাধারণ সৎ আমলসমূহ ব্যাপকভাবে মৃতদের উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ বহন করে। তবে বিশেষভাবে যে সকল বিষয়ে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তা ব্যতীত’।[45]

ইমাম নববী (রহঃ) এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, ‘যে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চাই সে যেন তাদের পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করে। ছাদাক্বা মাইয়েতের কাছে পৌঁছে এবং তার উপকারে আসে। এতে কোনো দ্বিমত নেই। আর এটাই সঠিক। আর আবুল হাসান মাওয়ার্দী বছরী তার আল-হাভী কিতাবে কিছু আহলে কালাম থেকে যে কথা বর্ণনা করেছেন, মাইয়েতের কাছে কোনো ছওয়াব পৌঁছে না, সেটা অকাট্যভাবে সম্পূর্ণ বাতিল ও ভিত্তিহীন। কিতাব-সুন্নাহ ও উম্মাহর ইজমা বিরোধী। সুতরাং তা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য’। [46]

[1]. আবুদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ইবনু হিববান হা/৪১৮, ইবনু হিববান, হাকেম, যাহাবী, হুসাইন সালীম আসাদ এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়েদ বলেছেন (হাকেম হা/৭২৬০; মাওয়ারিদুয যাম‘আন হা/২০৩০)। তবে শায়খ আলবানী ও শু‘আইব আরনাঊত্ব যঈফ বলেছেন। এর সনদ যঈফ হ’লেও মর্ম ছহীহ।

[2]. আওনুল মা‘বূদ ১৪/৩৬, হা/৫১৪২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[3]. মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।

[4]. মুসনাদ বাযযার হা/৭২৮৯; ছহীহ তারগীব হা/৭৩; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৬০২।

[5]. আহমাদ হা/২২৩০১; ছহীহুত তারগীব হা/১১৪।

[6]. মুছান্নাফে ইবনু আবী শায়বাহ হা/১২০৮৫।

[7]. ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।

[8]. মির'আত ৮/৬১, মিশকাত হা/২৩৭৮-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।।

[9]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৬, সনদ হাসান।

[10]. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৭, সনদ ছহীহ।

[11]. মারদাভী, আল ইনছাফ ফী মা'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ২/৫৬০।

[12]. ঐ।

[13]. ইবনু মাজাহ হা/২৪১৩;; মিশকাত হা/২৯১৫।

[14]. মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/২৯১২; ছহীহুল জামে' হা/৮১১৯।

[15]. বুখারী হা/৬৭৩১; মুসলিম হা/১৬১৯; মিশকাত হা/৩০৪১।

[16]. ফাতহুল বারী, তুফহা ইত্যাদি, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।।

[17]. আহমাদ হা/১৪৫৭৬; হাকেম হা/২৩৪৬; ছহীহুল জামে' হা/২৭৫৩।

[18]. মীরাছ বণ্টনের নীতিমালা সম্বলিত সূরা নিসা ১১-১২ আয়াত দ্বারা অত্র আয়াতের সামগ্রিক হুকুম রহিত (মানসূখ) হয়েছে। তবে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যাদের মীরাছ নেই, তাদের জন্য বা অন্যদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে অছিয়ত করা মুস্তাহাব হওয়ার হুকুম বাকী রয়েছে' (ইবনু কাছীর)।

[19]. বুখারী হা/২৭৪৪; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১।

[20]. আবুদাঊদ হা/২৮৭০; ইবনু মাজাহ হা/২৭১৩; তিরমিযী হা/২১২০; মিশকাত হা/৩০৭৩; ছহীহুল জামে' হা/১৭২০, ৭৮৮, ১৭৮৯।

[21]. বুখারী হা/৬৩৭৩; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১।

[22]. বুখারী হা/১৯৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮; আবুদাউদ হা/৩৩১০।

[23]. আবুদাঊদ হা/৩৩০৮; নাসাঈ হা/৩৮১৬; ছহীহাহ হা/১৯৪৬।

[24]. ফাৎহুল বারী ৪/৬৪।

[25]. বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩।

[26]. মুসলিম হা/১১৪৯ ; তিরমিযী হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১৯৫৫।

[27]. নাসাঈ হা/২৬৩৯; ইবনু হিববান হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/৩০৪৭।

[28]. বুখারী হা/১৫৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮।

[29]. নাসাঈ হা/২৬৩৭; তিরমিযী হা/৯৩০; মিশকাত হা/২৫২৮, সনদ ছহীহ।

[30]. আহমাদ হা/৫৬১২;ছহীহুল জামে' হা/১৫২৫।

[31]. বুখারী হা/৩৮১৮; মিশকাত হা/৬১৭৭।

[32]. বুখারী হা/৩৮১৬।

[33]. মুসলিম হা/২৪৩৫; ছহীহুল জামে‘ হা/৪৭২২।

[34]. মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৪৯১৭।

[35]. শারহু মুসলিম হা/২৫৫২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ১৬/১০৯-১১০।

[36]. ইবনু হিববান হা/৪৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৬।

[37]. বুখারী হা/ ১৩৮৮; মুসলিম হা/১০০৪; মিশকাত হা/১৯৫০।

[38]. নাসাঈ হা/৩৬৫০; ইবনু হিববান হা/৩৩৫৪; ইবনু খুযায়মা হা/২৫০০; মু‘জামুল কাবীর হা/৫৫২৩; ফাৎহুল বারী ৫/৩৮৯ সনদ ছহীহ।

[39]. আবুদাউদ হা/২৮৮১; নাসাঈ হা/৩৬৪৯।

[40]. বুখারী হা/২৭৫৬,২৭৬২; আহমাদ হা/৩০৮০।

[41]. আবুদাউদ হা/১৬৮১; নাসাঈ হা/৩৬৬৪; মিশকাত হা/১৯১২।

[42]. আহমাদ হা/৬৭০৪; ছহীহাহ হা/৪৮৪।

[43]. শারহুন নববী আলা মুসলিম ১১/৮৪, উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[44]. ছহীহাহ হা/৪৮৪-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[45]. ছহীহাহ হা/৪৮৪-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[46]. শারহুন নববী আলা ছহীহ মুসলিম ১/৮৯-৯০, উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

পিতা-মাতার সাথে দুর্ব্যবহার করার পরিনামঃ

দুনিয়ায় ভয়াবহ পরিণতি :

পিতামাতার সাথে খারাপ আচরণ করলে বা কোনভাবে তাদের কষ্ট দিলে আল্লাহ তাকে পরকালে শাস্তি দিবেন। পাশাপাশি দুনিয়াতেও তার উপর দ্রুত শাস্তি নেমে আসবে। শাস্তির ধরন বিভিন্ন হতে পারে। যেমন জীবন ও জীবিকায় বরকত লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া। এছাড়াও কর্মে সফল না হওয়া ও মানসিকভাবে কষ্টে থাকা ইত্যাদি। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تُدْرِكَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى، وَبَابَانِ مُعَجَّلَانِ عُقُوبَتُهُمَا فِي الدُّنْيَا الْبَغْيُ وَالْعُقُوقُ-

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘যে লোক দু’টি মেয়ে সন্তানকে বালেগা হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করবে, আমি এবং সে এভাবে একসাথে পাশাপাশি জান্নাতে অবস্থান করব। এই বলে তিনি নিজের হাতের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলী একত্রিত করে ইশারায় বুঝিয়ে দিলেন। আর পাপের দু’টি স্তর যার শাস্তি দুনিয়াতে দ্রুত প্রদান করা হয়। আর তা হ’ল ব্যভিচার ও পিতা-মাতার অবাধ্যতা’।[1]

পিতা-মাতার অবাধ্যতায় বদনাম ছড়িয়ে পড়ে :

পিতা-মাতার খেদমত করা আবশ্যক। আল্লাহর নির্দেশ পালনের পরপরই পিতা-মাতার গুরুত্ব রয়েছে। প্রয়োজনে নফল ইবাদত ছেড়ে পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দিতে হবে। তারা মনের কষ্টে একবার ‘উহ’& শব্দ করে বদদো‘আ করলে আল্লাহ কবুল করে নিবেন। পূর্ব যুগে জনৈক ব্যক্তি মায়ের ডাকে সাড়া না দেওয়ার কারণে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। রাসূল (ছাঃ) সে ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন যে, মাকে কোনভাবেই অসন্তুষ্ট রাখা যাবে না।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, জুরাইজ (বনী ইসরাঈলের এক আবিদ) তার ইবাদতখানায় ইবাদতে মশগূল থাকতেন। (একবার) তাঁর মা: তাঁর কাছে এলেন। হুমাইদ (রহঃ) বলেন, আমাদের কাছে আবু রাফে‘ এমন আকারে ব্যক্ত করেন, যেমনভাবে রাসূল (ছাঃ) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন। সেই মায়ের ডাকার পদ্ধতি এবং যেভাবে তাঁর হাত তাঁর ভ্রূর উপর রাখছিলেন এবং তাঁর দিকে মাথা উচু করে তাকে ডাকছিলেন। তিনি বলছিলেন, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা, আমার সাথে কথা বল। এই কথা এমন অবস্থায় বলছিলেন, যখন জুরাইজ ছালাতে মশগূল ছিলেন। তখন তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! (একদিকে) আমার মা আর (অপর দিকে) আমার ছালাত (আমি কী করি?)। রাবী বলেন, অবশেষে তিনি তাঁর ছালাতকে অগ্রাধিকার দিলেন এবং তার মা ফিরে গেলেন। পরে তিনি দ্বিতীয়বার এসে বললেন, হে জুরাইজ! আমি তোমার মা, তুমি আমার সঙ্গে কথা বল। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমার মা, আমার ছালাত। তখন তিনি তাঁর ছালাতেই মশগূল রইলেন। তখন তাঁর মা বললেন, হে আল্লাহ! এই জুরাইজ আমার ছেলে। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছিলাম। সে আমার সঙ্গে কথা বলতে অস্বীকার করল। হে আল্লাহ! তার মৃত্যু দিয়ো না, যে পর্যন্ত না তাকে ব্যভিচারিণীদের দেখাও। তখন নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যদি তার মাতা তার বিরুদ্ধে অন্য কোন বিপদের জন্য বদদো‘আ করতেন তাহ’লে সে অবশ্যই সেই বিপদে পতিত হ’ত। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, এক মেষ রাখাল জুরাইজের ইবাদতখানায় (মাঝে মাঝে) আশ্রয় নিত। তিনি বলেন, এরপর গ্রাম থেকে এক মহিলা বের হয়েছিল। উক্ত রাখাল তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। এতে মহিলাটি গর্ভবতী হয়ে পড়ে এবং একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেয়। তখন লোকেরা তাকে জিজ্ঞেস করল, এই (সন্তান) কোথা থেকে? সে উত্তর দিল, এই ইবাদতখানায় যে বাস করে, তার থেকে। তিনি বলেন, এরপর তারা শাবল-কোদাল নিয়ে এল এবং চিৎকার করে তাকে ডাক দিল। তখন জুরাইজ ছালাতে মশগূল ছিলেন। কাজেই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন না। তিনি বলেন, এরপর তারা তার ইবাদতখানা ধ্বংস করতে লাগল। তিনি এ অবস্থা দেখে নীচে নেমে এলেন। এরপর তারা বলল, এই মহিলাকে জিজ্ঞেস কর (সে কি বলছে)। তিনি বলেন, তখন জুরাইজ মুচকি হেসে শিশুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমার পিতা কে? তখন শিশুটি বলল, আমার পিতা সেই মেষ রাখাল। যখন তারা সে শিশুটির মুখে একথা শুনতে পেল তখন তারা বলল, আমরা তোমার ইবাদতখানার যেটুকু ভেঙ্গে ফেলেছি তা সোনা-রূপা দিয়ে পুনঃনির্মাণ করে দেব। তিনি বললেন, না; বরং তোমরা মাটি দ্বারাই পূর্বের ন্যায় তা নির্মাণ করে দাও। এরপর তিনি তার ইবাদতগাহে উঠে গেলেন’।[2]

উক্ত হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, নফল ইবাদতের চেয়ে পিতা-মাতার খেদমত করা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। নফল ইবাদত করার সময় পিতা-মাতা কোন কাজে আহবান করলে তা পরিত্যাগ করে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে। তবে ফরয ইবাদতে বা ছালাতে থাকলে ছালাত সংক্ষিপ্ত করে পিতা-মাতার ডাকে সাড়া দিতে হবে। [3]

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ) ও জিব্রাঈলের বদদো'আ :

যে ব্যক্তি পিতামাতার সাথে অসদাচরণ করে তার প্রতি আল্লাহতো অসন্তুষ্ট হন। স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) ও জিব্রাঈল (আঃ) এদের বিরুদ্ধে বদদো'আ করেছেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ .قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ :مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেন, তার নাক ধূলায় ধূসরিত হৌক (৩ বার)। বলা হ'ল, তিনি কে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে কিংবা একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, অথচ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না'।[4]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :احْضُرُوا الْمِنْبَرَ فَحَضَرْنَا، فَلَمَّا ارْتَقَى دَرَجَةً قَالَ :آمِينَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّانِيَةَ قَالَ :آمِينَ، فَلَمَّا ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ قَالَ :آمِينَ، فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ قَالَ فَقُلْنَا له يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا الْيَوْمَ مِنْكَ شَيْئًا لَمْ نَكُنْ نَسْمَعُهُ قَالَ :إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عَرَضَ لِي فَقَالَ :بَعُدَ :مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقُلْتُ :آمِينَ فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ :بَعُدَ مَنْ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ -آمِينَ، فَلَمَّا رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ :بَعُدَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ الْكِبَرَ عِنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُمَا، فلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ أَظُنُّهُ قَالَ :فَقُلْتُ :آمِينَ

কা'ব বিন উজরা হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমরা মিম্বর উপস্থিত করো। আমরা তা উপস্থিত করলাম। তিনি মিম্বরে আরোহণ করলেন। অতঃপর প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। এরপর তৃতীয় সিঁড়িতে পা দিয়ে বললেন, আমীন। বক্তব্য শেষে মিম্বর থেকে নামলে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম যা ইতিপূর্বে শুনেনি। তিনি বললেন, আমি যখন প্রথম সিঁড়িতে উঠলাম, তখন জিব্রীল (আঃ) আমাকে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! যে ব্যক্তি রামাযান মাস পেল, অথচ তাকে ক্ষমা করা হ'ল না। (পরে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)। তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। অতঃপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে পা দিলে তিনি বললেন, যার নিকটে তোমার নাম উচ্চারিত হ'ল, অথচ সে তোমার উপরে দরূদ পাঠ করল না। (অতঃপর মারা গেল ও জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন।) তুমি বল, আমীন। তখন আমি বললাম, আমীন। তৃতীয় সিঁড়িতে উঠলে জিব্রীল (আঃ) বললেন, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে বৃদ্ধ/বৃদ্ধা অবস্থায় পেল অথচ তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারল না। সে ধ্বংস হৌক। অর্থাৎ সে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার

করল না (ফলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করল, আল্লাহ তাকে স্বীয় রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন)।[5] আর পিতা-মাতাকে সম্মান করার অর্থ হ'ল আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করা। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের (পিতা-মাতা) প্রতি সদ্ব্যবহার করা ও সম্মানজনক আচরণ করা তার একত্ববাদ ও ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট করেছেন, যেমন আল্লাহ বলেন, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا 'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো' *(ইসরা ১৭/২৩)*।

(لَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ) তাকে তারা (পিতা-মাতারা) জান্নাতে প্রবেশ করায়নি। আল্লাহর পক্ষ হ'তে জান্নাতে প্রবেশ অনুমোদিত হবে পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে। (জান্নাতে যাওয়ার জন্য) পিতা-মাতার সম্বন্ধের বিষয়টি মূলত রূপক অর্থে। যেমন বলা হয়, বসন্তকাল শস্য উৎপন্ন করেছে। আসলে উৎপাদনের ব্যবস্থা আল্লাহ্ই করেন।[6]

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির উপর দ্রুত শাস্তি আগমন :

পিতা-মাতা সব থেকে নিকটতম আত্মীয়। তাদের সাথে কোন সময় সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না বা কোন খারাপ আচরণ করা যাবে না। তা করলে আল্লাহ দুনিয়ায় দ্রুত শাস্তি প্রদান করার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি দিবেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِى الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغْىِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ-

আবু বাকরা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, (ন্যায়পরায়ণ শাসকের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহ ও রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার মতো মারাত্মক আর কোন পাপ নেই, আল্লাহ তা'আলা যার সাজা পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং আখিরাতের জন্যও অবশিষ্ট রাখেন'।[7] অর্থাৎ দু'টো পাপ ছাড়া আর অন্য কোন পাপই এত অধিক অপরাধ যোগ্য নয় যা সম্পাদনকারীকে দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর আযাবে নিপতিত করতে পারে। তার প্রথমটি হ'ল : শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। এটি একটি যুলুম। সমকালের স্থিতিশীল সুলতান/শাসক বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে রাষ্ট্রকে অস্থিতিশীল করে জনগণকে নিরাপত্তাহীন করে তোলা এবং সরকারকে বিব্রত করে তোলা ভয়াবহ অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা এ অপরাধের শাস্তি তাকে দুনিয়াতেও দিবেন এবং তওবা না করে মৃত্যুবরণ করলে আখেরাতেও তার জন্য ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন। দ্বিতীয় অপরাধ বা পাপটি হ'ল আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা। এর মধ্যে সর্বাধিক নিকটতম আত্মীয় হ'লেন পিতা-মাতা। যাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে আল্লাহ তা'আলা বেশী নারায হন।[8]

অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ :قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :مَا مِنْ ذَنْبٍ أَجْدَرَ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعْ مَا يَدَّخِرُهُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ قَطِيْعَةِ الرَّحِمِ وَالْخِيَانَةِ وَالْكَذِبِ وَإِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَاباً لَصِلَةُ الرَّحِمِ حَتَّى أَنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُوْنُوْا فَجَرَةً فَتَنْمُو أَمْوَالُهُمْ وَيَكْثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا تَوَاصَلُوْا-

আবু বাকরাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা, খিয়ানত করা ও মিথ্যা বলার মতো মারাত্মক আর কোন পাপ নেই, আল্লাহ তা'আলা যার সাজা পৃথিবীতেও প্রদান করেন এবং আখিরাতের জন্যও অবশিষ্ট রাখেন। আর যে ভালো কাজ বা আনুগত্যের জন্য দ্রুত ছওয়াব দেওয়া হয় তা হ'ল আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। এমনকি ঘরের লোকেরা যদি দরিদ্র হয় আর তারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে তাহ'লে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদি বৃদ্ধি পাবে'।[9] দুনিয়ায় শাস্তির ধরন এমন হ'তে পারে যে, আল্লাহ তাকে সম্পদ দিবেন না, খাবারে বরকত দিবেন না, সন্তান অনুগত হবে না বা বংশ বৃদ্ধিতে বরকত হবে না। এমনকি সন্তানেরা পাপাচারী হ'তে পারে'।[10] সব থেকে কাছের আত্মীয় পিতা-মাতা। এই আত্মীয়ের সাথে কোনভাবেই সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। পিতা ও মাতা অমুসলিম হলেও। তবে তারা যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোন আদেশ দেন তাহ'লে তা পালন করা যাবে না। কিন্তু তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না। অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা নিজেদের বংশধারার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন কর, যাতে করে তোমাদের বংশীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখতে পার। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় থাকলে নিজেদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসা তৈরী হয় এবং ধন-সম্পদ ও আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পায়'।[11]

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি অভিশপ্ত :

যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্য হয়, তাদের আদেশ-নিষেধ অমান্য করে এবং তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তারা অভিশপ্ত। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :مَلْعُوْنٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতার অবাধ্যতা করল সে অভিশপ্ত'।[12] আর এই অভিশাপ আল্লাহ, তাঁর রাসূল, ফেরেশতাকুল এবং সকল সৃষ্টি জগতের পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি অভিশপ্ত হয় সে সবার কাছে ঘৃণার পাত্র।

পরকালে ভয়াবহ পরিণতি :

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি দুনিয়াতে বিভিন্ন ধরনের মানসিক ও শারীরিক শাস্তি পাওয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও শাস্তি পাবে। কিছু পাপ রয়েছে যেগুলোর শাস্তি দুনিয়াতে হয়ে গেলে পরকালে হয় না। কিন্তু

পিতা-মাতার অবাধ্যতা এত বড় পাপ যে, দুনিয়াতে এর শাস্তি হয়ে গেলেও ক্ষমা পাবে না। পরকালে আবার এর শাস্তি পেতে হবে। এই শাস্তি বিভিন্ন ধরনের হ'তে পারে। জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়া, আল্লাহর রহমতের দৃষ্টি না পড়া, নবী-রাসূল, ছিদ্দীকীন ও শুহাদাদের সঙ্গ না পাওয়া, ইবাদত কবুল না হওয়া ইত্যাদি।

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি জান্নাতে যাবে না :

পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহমতের দৃষ্টিতে তাকাবেন না। ফলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ، وَالدَّيُّوْثُ .وَثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى-

আব্দুল্লাহ্ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর ব্যক্তির প্রতি (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না। তারা হচ্ছে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, পুরুষের বেশ ধারণকারী নারী ও বাড়ীতে বেহায়াপনার সুযোগ প্রদানকারী পুরুষ (দাইয়ূছ)। আর তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তারা হচ্ছে, পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, সর্বদা মদ্য পানকারী ও দান করে খোঁটা দানকারী'।[13]

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তি শহীদ, ছিদ্দীক ও নবীগণের সঙ্গী হওয়া থেকে বঞ্চিত হবে :

একজন মুসলমান যাবতীয় ইবাদত পালন করলেও পিতা-মাতার অবাধ্যতা করলে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যেমন হাদীছে এসেছে,

،عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، وَصَلَّيْتُ الْخَمْسَ، وَأَدَّيْتُ زَكَاةَ مَالِي، وَصُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَاتَ عَلَى هَذَا كَانَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَنَصَبَ إِصْبَعَيْهِ مَا لَمْ يَعُقَّ وَالِدَيْهِ-

আমর ইবনু মুর্রা আল-জুহানী হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আগমন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাক্ষ্য দেই যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর রাসূল, আমি পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করি, আমার সম্পদের যাকাত দেই, রামাযান মাসের ছিয়াম পালন করি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, যে ব্যক্তি এর উপরে (এরূপ কথা ও আমলের উপর) মৃত্যুবরণ করবে সে ক্বিয়ামতের দিন নবীগণ, ছিদ্দীক ও শহীদগণের সাথে অবস্থান করবে। যদি না সে পিতা-মাতার অবাধ্যতা করে'-এভাবে তিনি তার আঙ্গুল দাঁড় করালেন'।[14]

পিতা-মাতার অবাধ্য ব্যক্তির ফরয বা নফল কোন ইবাদত কবুল হবে না :

পিতা-মাতার অবাধ্যতা এমন মহাপাপ যে, এই ধরনের অপরাধের সাথে জড়িত থাকলে কোন প্রকারের ইবাদত আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। হাদীছে এসেছে,

عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ثلاثةٌ لا يَقْبَلُ الله مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفاً ولا عَدْلاً عاقٌّ وَمَنَّانٌ ومُكَذِّبٌ بِالقَدَرِ-

আবু উমামা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির ফরয ও নফল কোন ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে খোঁটাদানকারী ব্যক্তি ও তাকদীরকে অস্বীকারকারী'।[15]

যার ইবাদত কবুল হবে না তার জান্নাত পাওয়ার প্রশ্নই আসে না। তবে আল্লামা তূরিবিশতী ((التُّورِبِشْتِيُّ (রহঃ) বলেন, যারা এ ধরনের পাপের সাথে জড়িত থাকবে তারা জান্নাতে যাবে না- এর অর্থ হ'ল, প্রথম সারির সফলকামদের সাথে জান্নাতে যাবে না অথবা জান্নাতে যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এ জঘন্য পাপের শাস্তি ভোগ না করবে।[16]

পিতা-মাতার অবাধ্যতার কারণে জাহান্নামী ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাসূল (ছাঃ)-এর বদদো'আ :

হাদীছে এসেছে,

عَنْ أُبَيِّ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ :مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ-

উবাই বিন মালেক হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে জীবিত অবস্থায় পেল তারপরেও জাহান্নামে প্রবেশ করল। আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন এবং তাঁর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দিন'।[17]

[1]. হাকেম হা/৭৩৫০; ছহীহাহ হা/১১২০; ছহীহুল জামে' হা/২০১০।

[2]. বুখারী হা/৩৪৩৬; মুসলিম হা/২৫৫০; আহমাদ হা/৮০৭১; আল আদাবুল মুফরাদ হা/৩৩।

[3]. ফাৎহুল বারী ৬/৪৮৩।

[4]. মুসলিম হা/২৫৫১; মিশকাত হা/৪৯১২।

[5]. হাকেম হা/৭২৫৬; আহমাদ হা/৭৪৪৪; শু'আবুল ঈমান হা/১৪৭১; ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬৭৭, ৯৯৫; ছহীহ ইবনু হিববান হা/৪০৯, ছহীহ লিগায়রিহী; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৪৬।

[6]. মিরক্বাত, মির'আত, অত্র হাদীছের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[7]. তিরমিযী হা/২৫১১; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৬৭; মিশকাত হা/৪৯৩২; ছহীহাহ হা/৯১১।

[8]. মিরক্বাত, মির'আত, মিশকাত হা/ ৪৯৩২-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

[9]. ইবনু হিববান হা/৪৪০; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৪৫৬; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫৩৭; ছহীহুল জামে' হা/৫৭০৫।

[10]. আত-তানভীর শারহুল জামে' আছ-ছাগীর ৬/৪৬৬।

[11]. তিরমিযী হা/১৯৭৯; মিশকাত হা/৪৯৩৪; ছহীহাহ হা/২৭৬; ছহীহুল জামে' হা/২৯৬৫।

[12]. মু'জামুল আওসাত্ব হা/৮৪৯৭; শু'আবুল ঈমান হা/৫৪৭২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫১৬।

[13]. নাসাঈ হা/২৫৬২; ছহীহুল জামে' হা/৩০৬৩; ছহীহাহ হা/৬৭৪।

[14]. আহমাদ হা/৮১; ইবনু খুযায়মা হা/২২১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৭৪৯, ২৫১৫।

[15]. মু'জামুল কাবীর হা/৭৫৪৭; ছহীহাহ হা/১৭৮৫; যিলালুল জান্নাহ হা/৩২৩।

[16]. মিরক্বাত, মিশকাত হা/৪৯৩৩-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।।

[17]. আহমাদ হা/১৯০২৭; ছহীহাহ হা/৫১৫; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৪৯৫।

উপসংহার

পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুত্ব সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে অপরিসীম। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধুমাত্র পারিবারিক দায়িত্ব হিসেবে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ধর্ম, নৈতিকতা এবং সামাজিক মূল্যবোধের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত। পিতা-মাতা আমাদের জন্মদাতা ও পালনকর্তা, তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের ফলে আমরা জীবনে সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে সক্ষম হই।

প্রথমত, পিতা-মাতার প্রতি আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো তাদের সম্মান ও শ্রদ্ধা করা। এটি কেবল একটি সামাজিক নিয়ম নয়, বরং সকল ধর্মেই এটি একটি অপরিহার্য দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বকে ইবাদতের সমতুল্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, "তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না কর এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর" (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ২৩)।

দ্বিতীয়ত, তাদের শারীরিক ও মানসিক যত্ন নেওয়া আমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। বৃদ্ধ বয়সে যখন তারা কর্মক্ষমতা হারান, তখন আমাদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় তাদের সবধরনের সহযোগিতা ও সেবা প্রদান করা। যেমনটি মহাভারতে উল্লেখ আছে, ‘‘মাতৃ দেব ভব, পিতৃ দেব ভব’’ অর্থাৎ, মাতা-পিতাকে দেবতা হিসেবে সম্মান কর।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করা তাদের প্রতি আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। জীবনের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষত বৃদ্ধাবস্থায়, তাদের আর্থিক নিরাপত্তা আমাদের নিশ্চিত করতে হবে। তাদের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি পূরণ করা এবং আর্থিকভাবে সহায়তা করা আমাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব।

সবশেষে, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতা রয়েছে, যা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতিকে আরো দৃঢ় ও মানবিক করে তোলে। এই দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে আমরা একটি সুশৃঙ্খল, সহানুভূতিশীল ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তুলতে পারি, যেখানে পারিবারিক বন্ধন ও মূল্যবোধের গুরুত্ব অপরিসীম।

উপসংহারে, বলা যায় যে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য শুধুমাত্র পারিবারিক নয়, বরং এটি মানবতার প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। আমাদের জীবনের প্রতিটি স্তরে তাদের অবদানকে স্বীকার করে এবং সম্মান জানিয়ে আমাদের জীবনের পথ চলা উচিত।